স্মরণিকা

শারদোৎসব ২০২৪

১৪৩১

New Town AL Block Resident's Cultural Association

Registration Number
S0027857 of 2022-23
dated 15.06.2022
under West Bengal
Society Registration
Act 1961

B ONYX

1st Time in Durgapur
Highrise Premium Residential
2 & 3 BHK Flats

DURGAPUR
SQUARE

The Most Trusted
Name in **Durgapur**

BLUE ONYX PVT. LTD.

Our Completed Projects

PPP ETERNIA

BLUE ONYX COMPLEX

BLUE ONYX RESIDENCY

90830 29999 / 90830 13333

OFFICE ADDRESS:
14/14 Bengal Ambuja, City centre, Durgapur

www.blueonyxindia.com
bopl.mkt2018@gmail.com

সূচীপত্র

১) বন্ধু চাই	অপর্ণা চ্যাটার্জী	7
২) ছয় বুড়ো	হিমাদ্রি ঘটক	13
৩) দহন	প্রভাস কুমার উকিল	15
৪) প্রমাদ	রূপা নন্দী	16
৫) হিজি বি জি কবিতা	সোমা ঘোষ	17
৬) পিছনের পানে	তুষার কান্তি সিকদার	17
৭) জুতো ও মোজা	সঞ্চিতা দত্ত	19
৮) বৈষ্ণদেবী দর্শনে	রত্না মিত্র	25
৯) List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members'		26
১০) এবারের দুর্গাপুজো	মৌসুমী বিশ্বাস চৌধুরী	37
১১) তপনের গোয়েন্দাগিরি	প্রণব পাল	39
১২) পূজোর সেকাল ও একাল	সুরজিৎ কুমার দাস	41
১৩) আমি সত্যিকারের মা ... সত্য জননী	আরুণি গুপ্ত	43
১৪) নিলডাউনের গল্প এবং অন্যান্য	পার্থ দে	47
১৫) বাস্তুতন্ত্র	পণ্ডিত কুমার শাস্ত্রী (কল্লোল কুমার সরখেল)	51
১৬) সম্পত্তি	সন্দীপ রায়	57
১৭) শান্তি নিবাস	দুলাল চক্রবর্তী	59
১৮) ঘুরে এলাম "আদি কৈলাস"	ভারতী ভট্টাচার্য	63
১৯) দোষে গুনে দশানন	প্রণব কৃষ্ণ চৌধুরী	67
২০) হল না	স্বপনেশ মিত্র	69
২১) Khandana Bhava Bandhana	Pradipta Paul	71

চিত্রনি ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সহায়তা সুব্রত চৌধুরী

অলঙ্করণ নিলয় সামন্ত

সম্পাদক শুভ্রদীপ চক্রবর্তী

আজকের শিশু কালকের নাগরিক – তার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন

With best compliments from :

M. N. ENTERPRISE

All kinds of Building Materials
&
General Order Supplier

Vill : Thakdari P.O. : Krishnapur
P.S. : New Town, Kolkata-700102

With best compliments from :

JANANI ENTERPRISE

All kinds of Building Material
&
General Order Supplier

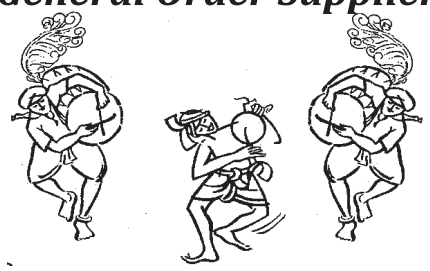

Vill : Solanguri, Dakshin Para,
Gauranga Nagar, Kolkata-700159

BHAGAT ELECTRIC

Register (Enlisted W.B.S.E.D.C.L)

Electrical Contractor
&
General Order Supplier

need a professional
Electrical Contractor

Mob : 9433271421 / 8013746457
Email : bhagatelectric2013@gmail.com
Sodepur, Mahendranagar
P.O.:Natagarh, Kolkata-700113

আমাদের দুর্গাপূজা

নিউটাউন এএল ব্লক রেসিডেন্টস কালচারাল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এ বছর আমাদের ব্লকের দুর্গাপূজোর তৃতীয়তম বর্ষ। এই পূজো আমাদের জন্য গভীর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। শুভশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশকে চিহ্নিত করেন।

পঞ্চমীর দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করা হয়। পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত ব্লকের সকল অধিবাসীরা মেতে উঠেছিল মা দুর্গার আরাধনায়। দেবী বন্দনার সাথে সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুজোর দিনগুলি আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ব্লকের উৎসাহী শিল্পীরা নাটক, নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সকল অধিবাসীদের আনন্দদান করে। ব্লকের শিশুশিল্পীরাও কিন্তু পিছিয়ে ছিলনা। তাদের পরিবেশিত নাচ, গান, আবৃত্তি সকলের মন ভরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া ধুনুচি নাচ ও ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজন ছিল। মহাঅষ্টমী ও মহানবমীতে পংক্তি ভোজনের আনন্দ অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। এই পুজোর মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের একটি পরিবেশ তৈরী হয়েছিল।

নবমীর পরেই দশমী আসে। দশমীতে দুপুরে সিঁদুরখেলা ও সন্ধ্যায় মায়ের বিসর্জন। বিসর্জ্জনের রেশ কাটতে না কাটতেই আমরা আবার মিলিত হই লক্ষ্মীপূজা ও বিজয়া সম্মীলনী অনুষ্ঠানে।

ব্লকের সকল আবাসিকদের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে এই পুজো সম্ভব ছিল না। এ এল ব্লকের সকল অধিবাসী বৃন্দ, এবং এ্যাসোশিয়েশনের সকল কর্মকর্তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দাতা আমাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেছেন, ব্লক এর যাঁরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাই।

আনন্দ অনুষ্ঠানের কোনও শেষ হয়না। পূজোর রেশ কাটতে না কাটতেই পিকনিক ও সরস্বতী পূজোর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের আনন্দকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাই।

আগামী দিনেও নিউটাউন এএল ব্লক রেসিডেন্টস কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন ব্লকের সার্বিক উন্নতি, সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা করবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা যেন দুর্গাপূজা ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারি। সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক, প্রত্যেকে একে অপরের বিপদে যেন পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। সকলে ভালো থাকবেন ও সবাইকে ভালো রাখবেন।

ধন্যবাদান্তে

চিত্রানী ভট্টাচার্য

সভানেত্রী, নিউটাউন এএল ব্লক রেসিডেন্স কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন

With Best Wishes From :

A. S. TRADERS

Govt. Enlisted Contractor

136, Motilal colony, 2 No. Airport Gate, Kolkata – 700 081.

With Best Compliments From :

PARMAN

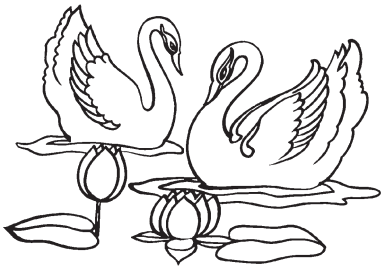

সম্পাদকের কলমে....

সবাইকে আমার শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

এই বছরে August মাসে আমাদের New Town AL Block Resident's Cultural Association এর প্রথম AGM এর মাধ্যমে নতুন নির্বাচিত পরিচালনা কমিটির পথ চলা শুরু হয়। বাঙালির প্রাণের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এই উৎসব আজ বাঙালি তথা বাংলার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এই উৎসব হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। আমাদের প্রথম কাজ ছিল স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্লকের নাগরিকদের আশা ও চাহিদা অনুযায়ী দুর্গা পুজোর আয়োজন করা। অভয়ার justice এর দাবীতে আন্দোলন থেকে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা, এই ঘটনাক্রমের মধ্যে ভারাক্রান্ত মনে আমাদের পুজোর প্রস্তুতি করতে হয়েছে।

দশে মিলি করি কাজ,

হারি জিতি নাহি লাজ্।

এই মূলমন্ত্র সম্বল করে সকল ব্লকবাসিদের সাথে নিয়ে আমরা শারদোৎসবে শামিল হয়েছিলাম। পরিচালনা সমিতির তরফে আমাদের একমাত্র লক্ষ ছিল এই কর্মকান্ডকে প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন করে তোলা। ব্লকের মহিলাদের এবং কচি কাঁচাদের অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য আমাদের পুজোর সবথেকে বড় প্রাপ্তি। কিছু দোষ ত্রুটি থাকলেও সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের পুজোর দিনগুলো আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল।

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে,

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

দুর্ভাগ্য যে, এখনও আমাদের দেশ ধর্মীয় ভেদাভেদের ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অন্যদিকে, নারী নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আমাদের ব্লকে জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাই একই সাথে মিলেমিশে থাকি। এই সৌহার্দ্য সময়ের সাথে আরো নিগূঢ় হবে শারদীয়ার পুণ্যলগ্নে এই প্রার্থনা করি। গতবছর যে সহনাগরিকরা আমাদের ছেড়ে পরলোকে গমন করেছেন, তাদের পরিবারের সদস্যদের জানাই আমার সমবেদনা। আমাদের নতুন প্রতিবেশীদের জানাই সুস্বাগতম।

সবশেষে আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে, সমষ্টিগত প্রচেষ্টাই একমাত্র আমাদের AL ব্লককে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে পারে। আমাদের পরিচালনা সমিতি কেবলমাত্র আবাসিকদের মুখপাত্র হতে পারে। আমাদের ব্লক এখনও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্লকের থেকে পিছিয়ে আছে। আমার আবেদন, সকলে মিলে আসুন আমাদের ব্লককে আমরা শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলি।

শুভ্রদীপ চক্রবর্তী

With best compliments from :

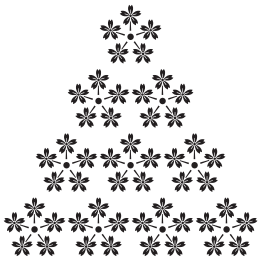

S. L. ENTERPRISE

With best compliments from :

TRANSCOM

With best compliments from :

ASHOK STEEL SUPPLY CORPORATE

With best compliments from :

ANAL

বন্ধু চাই

অপর্ণা চ্যাটার্জী

আমার একজন বন্ধু চাই

যে আমায় বুঝবে আমার মতন করে...

প্রতিদিন সকাল, বিকেল,রাতে নেবে আমার খোঁজ...

সে সারাদিনের কাজের মাঝে,

ভাববে শুধু আমার কথা

পাগলের মতো ভালোবেসে জড়িয়ে ধরবে শক্ত করে।

আমার শরীরটাকে নয়,

ভালোবাসবে শুধুই আমার মনটাকে

সে খোঁজ রাখবে আমার ভালো মন্দের

আমার শরীরের কোনো গোপন খাঁজের নয়।

শুধুমাত্র আমার মনটাকেই সে ভালোবাসবে, শরীরটাকে নয়।

আমি সত্যিই এমন একজন বন্ধু চাই

যে থাকতে চাইবে আমার মনের পাশে,

আমার শয্যার পাশে নয়,

পাবো কি এমন বন্ধু আমি.....

যায় কি পাওয়া সত্যি!

জানি না, জানি না, আমি সত্যিই জানি না।

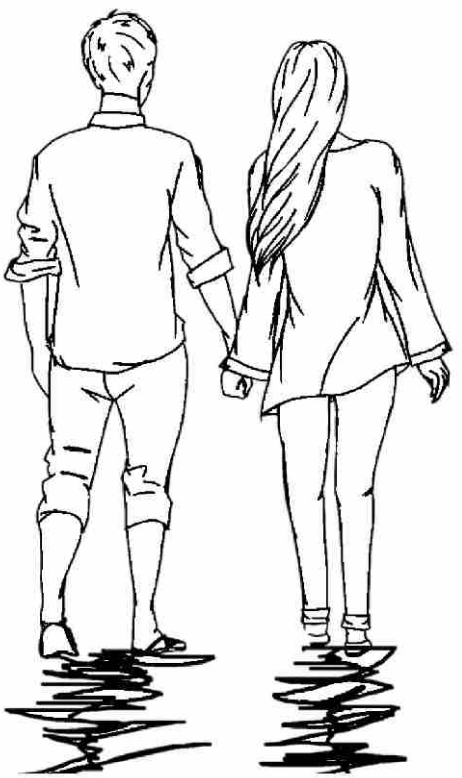

Wish you and your family

A Happy Durga Puja

New Town AL Block
Resident's Cultural Association

With Best Compliments From

ROSELIFE DEVELOPERS PVT. LTD.

49/2B BEADON ROW, KOLKATA-700006

আনন্দ উৎসবের কিছু মুহূর্ত

With best compliments from :

PUJA ROADLINE

ছয় বুড়ো

হিমাদ্রি ঘটক

সাদামাঠা পেনশনের গল্পটা চলেই এলো,
কে কখন তুলল,কার বোনাস কত হলো।
আর এলো সর্দিকাশি,হৃদরোগ,সুগার,
অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট থেকে অ্যালঝেইমার।
ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন দেখতে বিষ্ণুপুর,
বছরে এমন-ই হয় কয়েকটা ট্যুর।
কমপক্ষে একটা তো হবেই হবে,
এভাবেই বাকিটুকু কেটে যাবে।
"জানিনা কতদিন আর,বাড়ছে বয়সের ভার।"
ছয় বুড়ো, আদ্রা-চক্রধরপুর ফাস্ট-প্যাসেঞ্জার,
ট্রেনের বোকারো-গামী কোচের স্লিপার,
বার্থ কেউ লোয়ার,কেউ মিডল,সাইড আপার।
অনেক-ক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম,
আর আকাশ পাতাল ভাবছিলাম।
হঠাৎ, করেই ফেললাম প্রশ্নগুলো –
"আপনারা সব বাল্যবন্ধু?
নাকি কাছাকাছি সবার বাড়িগুলো?"
সবথেকে কাছে যিনি বসেছিলেন,
ফোকলা দাঁতে উত্তর করলেন,
"আমরা একই অফিস,আটানব্বই-তে রিটায়ার,
জি আই সি ডিপার্টমেন্ট,উনি ইনেস্পেক্টার।"
চোখে পুরু চশমা ইনেস্পেক্টার সেই ভদ্রলোকের-
মোটা কাঁচের পেছনে আবছা হয়ে আসা চোখের-
একটা বোধহয় পাথুরে, একটা অন্ধ-প্রায়।
কিন্তু,ছয় জোড়া চোখেরই মিল একটা কোথায়-
হয়তো বাঁচতে চাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে,
কিংবা, বাঁচা-মরার চিন্তা শিকেয় তুলে-
মুহূর্তটাকে গুছিয়ে নিচ্ছে।
তিনজনের সীটের জানালার বিপরীতে
যিনি বসেছিলেন খয়েরী সোয়েটার-স্যুটে
শুধোলেন, "তুমি থাক কোথায়?"
উত্তর দিলাম, "বাঁকুড়ায়।
ট্রেন আজ লেট, ধুঁকতে ধুঁকতে ঢুকবে সেই পাঁচটায়।"
ওদিকে খেয়াল যেতে,চতুর্থ বুড়ো,যার মুখে পক্সের দাগ,
টুপি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল মস্ত একখান টাক।
কথা বলেছিলেন প্রথম যিনি,
নিজের টুপিটা অমনি এঁকে পরিয়ে দিলেন তিনি।
পাঁচ নম্বর তখন ব্যস্ত খুলতে টিফিন বক্স।
ছয় নম্বর সৌখীন, ট্রাক-স্যুট 'ক্লাব-ফক্স'।
বেশ মজা লাগছিল।

মিশে গেলাম ওঁদের সাথে।

ট্রেনের তালে গপ্প চলছে,

ট্রেন ছুটছে আবছায়াতে।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা দিয়ে শুরু হোল,

যষ্টিমধুর গুণাবলী চলে এলো,

ছেলে-মেয়েদের চাকরি,তাদের শ্বশুরবাড়ি,

ছয় বুড়োর সামনের বছর বিদেশ পাড়ি,

"সফটওয়্যার বিষয়টা ঠিক কী,

আমাদের সময় এসব ছিল নাকি!

চারিদিকে পরিবর্তনের হাওয়া"

ওঃ বাপরে বাপ! কত্তো গল্প সারারাত,

শেষ আর হয়না কথা কওয়া।

রাত্তির তখন পৌনে তিনটে ছুঁয়েছে,

ট্রেন সবে খড়্গপুর ছেড়েছে,

একে একে ঘুমোতে গেলেন ক্লান্ত-বুড়োর-দল।

আমার তখন আর ঘুম এলোনা।

ভাবতে লাগলাম এটা-সেটা আবোলতাবোল।

আমাদেরও অফিসে একটা দল আছে,

বেড়াতে যাই, কখনও দূরে, কখনও কাছে।

যখন বসন্ত শেষ হবে,

ডাক নিয়ে মাঝি ডাক দেবে,

দল কি তখনও থাকবে?

একসাথে পাড় বাঁধবে?

আর, যদি রয়ে যায় সব্বাই,

মনে কি আমায় রাখবে?'

ভাবতে ভাবতে অ্যালার্ম দিলাম ঠিক সাড়ে-চারটে।

ইচ্ছে ছিলো বুড়োদের বিষ্ণুপুরে ডাকতে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে!

ঘুম ভাঙল কাঁধের কাছে আলতো একটা টানে।

বিষ্ণুপুরে, দেখলাম অবাক চোখে,

স্বপ্ন-বুড়োর-দল নেমে পড়ল আবছালোকে।

"তোমার বাকীটুকু যাত্রা শুভ হোক,

আবার নিশ্চয় কখনও দেখা হবে,

হয়তো এমন-ই কোনও ট্রেনের কামরায়,

হয়তো 'ছয়' সংখ্যাটা একটু কম হবে।"

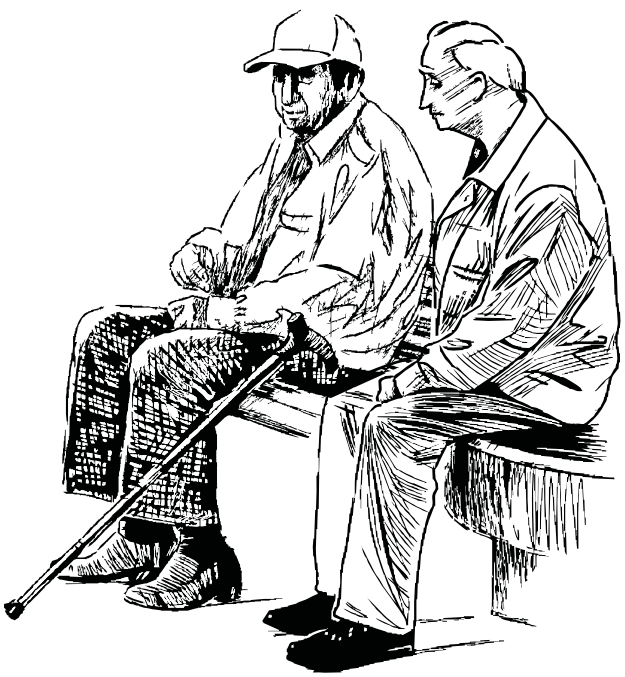

দহন

প্রভাস কুমার উকিল

বৃষ্টি শেষে রোদ উঠেছে বেশ
মেঘ কেটেছে পালিয়ে গেছে "দানা" ।
মুখেতে আজ যুদ্ধজয়ের হাসি
গলা ছেড়ে গাইছে "তানা নানা"।

মিটলো পুজো ফেরত গেলো উমা
অসুর বধ , সে তো কবেই সারা !
পড়তে বসো , মন দাও তো কাজে
চিল্লিয়ে আর মাতিও নাকো পাড়া I

প্রতিদিনের জীবন যাপন শুরু
কলম পিষে নথিতে যাও লিখে I
এই বয়সেও রং চেনোনা তুমি?
সারাজীবন শুধুই গেলে শিখে !

জি হুজুরী করা বড়ই সহজ
শব্দ চয়ন মৃদু পেলব নরম I
সুবিধাবাদের বিশাল বিপুল ডানা
রক্ত কি আর সহজে হয় গরম ?

আমিই তো ঠিক , বাকি জগৎ পাজি
জানোই তো সব "আমরা ওরার" ছল !
এই বাজারে নিজের জীবন বাজি
পাগল ছাড়া করবে কে আর বল ?

সত্যি কথা বলা ভীষণ কঠিন
আয়নাতে তাই মুখ দেখি না আর I
তোমার আবার বদহজমের অসুখ
এন্টাসিডে হবে কি প্রতিকার?

মানিয়ে নিলে সবই তো হয় সহজ
মন ভুলে যায় ললিপপের লোভে ।
কি দরকার বেকার ঝামেলাতে
লাভ কি আর মিছে শোক আর ক্ষোভে ?

বাঙালি তো সুখী ঘরের কোণেই
যেথায় সুরে বাজবে গ্রামাফোন I
চায়ের কাপের তুফান বরং চলুক
হোয়াটস্যাপেই বাঁচুক জনগণ I

দিনের পর দিন কেটে যায় কাটুক
আমি তো আর সাত পাঁচে নেই কারো !
দিনগত পাপক্ষয়ের বোঝা
অনেকদিন বইতে হবে আরো।

অনেক হলো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
মুকুট খোলো, রং মুছে নাও এবার I
নামিয়ে রাখো টিনের তরবারি
খেলা শেষ , সময় হলো থামার I

বরং এবার ঝড় উঠুক আজ রাতে
লোডশেডিং এ হটাৎ তুমি একা ।
ভীষণ কালো মনের অন্ধকারে
পাবে কি আর সত্যি নিজের দেখা ?

নিজেকে কি পারবে চিনতে তুমি?
মুখ ঢেকেছো মুখোশেতে তোমার ।
চোখ বেঁধে আর হাঁটবে কত তুমি?
এখনো তো সময় আছে ফেরার ।

আকাশ কালো চাঁদ ওঠেনি রাতে
অমাবস্যার তিথি , কোথায় আলো ?
আজকে নাকি "শুভ দীপাবলি"
মনের ভিতর এবার আগুন জ্বালো ।
সেই আগুনে জ্বলতে হবে জেনো
মোমের মতো পুড়তে হবে এবার ।
নিজের চিতাভস্মতে হাত রেখে
শপথ নাও নতুন জগৎ গড়ার ।

প্রমাদ

রূপা নন্দী

দিগন্তে হারিয়েছে প্রতীক্ষিত চোখ দুটো
দিনান্তে শ্রান্ত মনে অনুভূতি অবান্তর,
তবু প্রশ্ন জেগে থাকে, পাহারাদারের মতো সময়ের শরীরের আষ্ঠেপৃষ্ঠে,
ওখানে কেমন আছো তুমি?
সঞ্চয় অপচয় জেনেও এখনো সাজিয়ে রাখি সব
এক মানুষ রোদ
এক ঘর স্বপ্ন আর
এক পৃথিবী ভালোবাসা
তোমার ভাবনা জুড়ে কোন ছবি ভাসে, সে
তুমি জানো
জানাওনি আমায় কক্ষনো সেসব
তবু সব সযত্নে গুছিয়ে রাখি
যদি কখনো কিছু চেয়ে বসো ভুল করে।

হিজি বি জি কবিতা

সোমা ঘোষ

মনে মনে শব্দের হিজিবিজি কাটি
দেখি তো, কবিতা লেখা যায় নাকি!
ভেবে ভেবে হয়রান কি লিখি.. কি লিখি!
লিখতে লিখতে কবিতা হয়ে যায় দেখি!!

যত খুশি লিখে যাই করে কাটাকুটি
মানে নেই টানে নেই, খাটুনি টা মাটি
আগাডুম - বাগাডুম - ঘোড়াডুম আর হাতি -
এরা সব কলমে তে করে মাতামাতি।।
শব্দেরা দল বেঁধে ছুটোছুটি করে
কত কিছু কথা আসে মাথার ভেতরে
রাম, শ্যাম, যদু মধু হুটোপুটি করে
কাকে ছেড়ে কাকে লিখি আগে আর পরে।।

শব্দের পরে শব্দ, কথার পরে কথা
ছন্দও মিলে যায়, জানিনা কেমনে তা
লিখে ফেলি মনের জমানো যত কথা
এই তো, কেমন এক হয়ে গেল কবিতা।

পিছনের পানে

তুষার কান্তি সিকদার

কেন শুধু চাই পিছনের পানে !
থেকে থেকে যেন মন শুধু টানে,
খুঁজে ফিরে দেখি শিশিরসিক্ত ভূমি...
যে পথের বাঁকে মায়া পড়ে আছে,
সুগন্ধ ফুল কত ছিলো গাছে,
চঞ্চল হাওয়া নয়নে দিতো এসে চুমি।

সমুখে পৃথিবী অবারিত খোলা,
গাছের শাখায় ফুলেদের দোলা,
আঁখি চেয়ে দেখে অনিন্দ্য চিত্রপট....
বিশ্ব ভুবন ছুটেছে নিয়ম-পথে,
সময় এগিয়ে চলেছে আপন রথে,
মন তবুও চায় পুরানো প্রেক্ষাপট !

With best compliments from :

M/S. GORKHA SECURITIES

With best compliments from :

M/S. N.G. JANA

With best compliments from :

YOUNGMEN TRADERS

Govt. Enlisted Civil
&
Electrical Contractor
&
General Order Supplier

P27/1, Rastraguru Avenue, Dum Dum, Kolkata-700028
Phone : 033 2551 3937 (Office)

জুতো ও মোজা

সঞ্চিতা দত্ত

মোজা কহে, " জুতো ভাই, কত আর চাপিবে?

তোমা হেতু এ অভাগা কত জ্বালা সহিবে?"

প্রাণ করে হাঁসফাঁস, মন করে আঁকপাঁক,

সাধ জাগে এক ছুটে দুনিয়াটা দেখা যাক।

" জুতো কহে," হে প্রিয়, মিছে কেন করো রাগ?

জানো না কি মোজা-জুতো, মধুমাখা প্রেম রাগ?"

কত না যতন করে হৃদয়ে রেখেছি ধরে

আমি বিনে কেবা জানে, কত ভালোবাসি তোরে।।

" মোজা কহে," ধিক্ তোরে, সহে না প্রবঞ্চনা,

স্যাঁতস্যাঁতে কারাগারে কিছু রুচি লাগে না।"

"গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ঘেমে নেয়ে একাকার-----

এ হেন ভালোবাসায় আছে কিছু দরকার?

" জুতো কহে," রাম! রাম!কি তোর বিবেচনা-------

কি কঠিন দুনিয়া, নেই তোর কিছু জানা।"

"ইঁট, কাঠ, পাথরেতে ঘষা খেয়ে প্রাণ যায়

তবু মোর হাসিমুখ, বিদ্যুৎ চমকায়------"

এ হেন কথায় কথায়, দিন যায়, মাস যায়

একসাথে শোওয়া বসা, কিছুই না বদলায়।।

তবু তারা সই সই, তবু তারা দু'জনার

তবু তারা এক ঠাঁই, তফাৎ জানে না।।

With best compliments from :

OMSYS INDIA

78/13B, Block 'E', New Alipore
Shibnath Sastri Sarani, Kolkata-700053
email : omsys.india@hotmail.com
web : www.omsysindia.in
Ph : +91-33-3510 7281 / 9830252551

Authorised Stockist :
Finar, Merck, Themofisher, Sigma-Aldrich Millipore, Alfa-Aesar, Avra, Acros, BLD Pharm, Supertek, Abdos

With best compliments from :

NATARAJ UNEMPLOYED ENG. SERVIES

With best compliments from :

INDIAN CLEANER

With best compliments from :

ABHISHEEK

225/28/2, Upen Banerjee Road, Kolkata-700060
Contact : 033-24017985, 24013846, 9830079683 (O)
9830584152 (Abhisheek)
9732513522 (Ashim)
9734858772 (Arunava)
Whatsapp :9830079683 / 8697474030

New Town AL Block Resident's Cultural Association

With Best Compliment from :

S. K. Karma Construction

arrban
NEEDS
We are Open
House of Quality Products
• Dry Fruits
• Fruits
• Groceries
• Snacks
• Spices &
Much more
Customization of Gift Hampers for any events available Wedding, Baby Shower & Corporate Events
HOME DELIVERY
AVAILABLE
Nutty Gritties
Maggi
Choco Pie
Fortune
Fortune
MB 616, Sector V, Maheshbathan, Ward No. 28, Dakshinpara, Kolkata 700102
2 mins walk from Panache & Merlin 5th Avenue | M : 91237 94335 / 98301 3667
fssai
LIC No. 12823013000565

With best compliments from :

Construction Engineering Services™

258/4, A.P.C. Road, 3rd Floor,
Kolkata - 700 006
Tele : 033 2360-8732
Mobile:+91-9831177676
E-mail: constructionengineeringservice@gmail.com

Consultant, Specialist in Structural Repair
&
Waterproofing works.

With best compliments from :

Muskan Enterprise

বৈষ্ণদেবী দর্শনে

রত্না মিত্র

অনেক আশা নিয়েই বেড়িয়ে পড়লাম ,

কাশ্মীর ভ্রমণের তরে,

মুগ্ধ হলাম প্রকৃতির

সুদৃশ্য সৌন্দর্য উপভোগ

করে,

আমাদের দেশের সৌন্দর্য দেখে,হে ভারত মাতা তোমার চরণে প্রণাম,

বৈষ্ণদেবী মন্দির সুউচ্চ পাহাড়ে

দর্শনে যেতে, যেতে হবে হেঁটে

অথবা ঘোড়ার পিঠে বা হেলিকপ্টারে।

পাহাড়ের চড়াই, হাঁটা পথ সুন্দর

দুপাশে সবুজ, মাঝে মাঝে বনফুল

দৃষ্টি নন্দন, গতি করে মন্থর।

কত যে লোক ভক্ত দ্রুত পদে যায়

ভক্তির তেজ ক্লান্তিকে হারায়

মনকামনা পূরণের আশায়।

বৈষ্ণদেবী নাকি হবেন মানবী

কল্কি অবতার এলে,

বইবে সকলের মনে সত্যের জাহ্নবী।

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
SUBRATA BHOWMIK	AL/1/C/42	Retired	7980884148
KAUSHIK PRADHAN	AL/1/A/24	Advocate	9748865491
BIRENDRA NATH GHOSH	AL/1/A/20	Service	9411193018
ARJIT CHATTERJEE	AL/1/A/27	Service	9836287171
PARTHA SARATHI MAHALANOBIS	AL/1/A/1	Business	7044380887
PARTHA DE	AL/1/A/27	Service	6294088814
SANDIP GHOSH	AL/1/C/39	Advocate	9831038555
PRABHAS KUMAR UKIL	AL/1/C/25	Service	9830306596
BAIJNATH PRASAD	AL/1C/3, Flat No 2A	Retired	9439006608
ARUP KUMAR GHOSHAL	Kallol D - 2	Retired	9474715779
KALYAN KUMAR BISWAS	Kallol A - 4	Retired	9999300318
PINAKI DESHMUKH	Kallol B - 5	Retired	8238091521
TAPAS MOZUMDER	AL/1/C/42, Flat no. 4	Freelancer	8910229695
MADHUCHHANDA MITRA	AL/1/C/42, 1st Floor,	Service	9433392139
ASIT BHAUMIK	AL/1/C/42, Flat No 3	Retired	9436120160
SIDDHARTHA SARKAR	AL/1/C/39, Flat No 402	Service	9163088627
MOUSUMI MUKHOPADHYAY	AL/1/C/42, Flat No 5	Service	9433866594
ABHIJIT KUMAR SAHA	AL/1/B/3	Not known	Not known
SUSHIL KUMAR DAS	AL/1/A/2, D-1	Retired	9831942248
CHITTA RANJAN DAS	Kallol D - 5	Retired	9434517255
TAPAS KUMAR CHOWDHURY	AL/1/A/30	Retired	9433577322
DEVENDRA KUMAR	AL/1/C/40	Service	9821194157

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
SANDIP ROY	AL/1/C/40	Not known	Not known
GOUTAM BHOWMICK	AL/1/A/18	Retired	9831166204
SAMPRITI NANDA	AL/1/A/13	Not known	Not known
SAHEB MAITI	AL/1/A/36, 4th Floor	Service	9831291177
R P DEBNATH	AL/1/A/37	Not known	Not known
KALPANA JAIN	AL/1/A/41	Business	9830803832
RINA CHOWDHURY	AL/1/A/5	Not known	Not known
GOPAL CHANDRA KUNDU	Kallol F - 5	Retired	9734443943
PUSHKAR BHATTACHARJEE	Kallol	Not known	Not known
TAPAN MONDAL	Kallol B - 4	Not known	9426411803
P K HALDER	Kallol C - 4	Retired	9475399908
SHARMILA ROY	Kallol E - 3	Housewife	9163407371
BARUN KUMAR SINHA	Kallol B - 2	Retired	9910290448
ABHIMANYU GUHA ROY	Kallol F - A2	Not known	9099655035
ASIM KUNDU	Kallol C - 2	Retired	8910618230
SADHAN KUMAR DEY	Kallol F - 1	Retired	7894434140
ARINDAM BHATTACHARJEE	AL/1/A/2	Not known	Not known
DR. KEDAR BANERJEE	AL/1/A/9	Doctor	Not known
REKHA MANNA	AL/1/A/1	Not known	Not known
ARITRA KUMAR GHOSH	AL/1/C/34, 1B	Service	8080622902
TUSHAR KANTI SIKDER	Kallol D - 1	Retired	8607270055
KAUSHIK GUPTA	AL/1/A/5	Not known	Not known

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
DEBMALYA GHOSH	AL/1/B/8	Not known	Not known
SWAPNA GHOSH	Kallol A - 3	Retired	9874589485
REKHA MAITY	Kallol	Not known	Not known
SOUMEN MUKHERJEE	Kallol	Not known	Not known
CHANDAN SENGUPTA	AL/1/B/13	Not known	Not known
RATNA MITRA	AL/1/C/4, W 2	Service	9836627988
PRADIP KUMAR BASU	AL/1/C/4, W 4 (Rajmahal)	Retired	9830710866
PRADIP DUTTA	AL/1/C/3	Not known	Not known
PARESH NATH CHANDRA	AL/1/C/3, Flat No 3B	Retired	8335929771
SATYAJIT ACHARJEE	AL/1/C/28, W 1	Retired	8975032658
CHANDRA SEKHAR GHOSH	AL/1/C/20, Flat No 401	Retired	9836647887
BHARATI BHATTACHARJEE	AL/1/C/15, Flat No 1B	Retired	9432245422
DEVIKANA GUHA	AL/1/C/11, Flat No 2A	Retired	8017837948
TIA ROY	AL/1/C/15, Flat No 1A	Self Employed	9231906503
SHAYAMA CH CHATTOPADHYAY	AL/1/C/18, Flat No 1A	Retired	7980223885
AMAL KAR	AL/1/C/18, Flat No 1B	Retired	9433380611
SUMITRA BANERJEE	AL/1/C/18, Flat No 4A	Housewife	9933058611
BITHIKA MONDAL	AL/1/B/6, Flat No 2A	Housewife	7364069900
SUBRAT MAHANA	AL/1/B/6, Flat No 2B	Service	9932544302
SANATAN SANBIGRAHI	AL/1/C/9, Flat No 3B	Teaching	7908450613
SOMA MANNA	AL/1/B/7	Housewife	9836961588
SOUMYADEEP ACHARYA	AL/1/C/2, Flat No 1	Service	9748301246

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
CHITRANI BHATTACHARYYA	AL/1/C/2, Flat No 3, 2nd Floor	Housewife	9163627568
MADHUSHREE SAHA	AL/1/C/2, Flat No 8, 4th Floor	Service	8017878234
SANCHARI GUHA SAMANTA	AL/1/C/11	Service	9051261028
SAMIRAN DEB	AL/1/C/4, Flat No E 2	Service	9830235409
INDRANIL CHOWDHURY	AL/1/C/13, Flat No 4B	Service	7003461935
SUPRATIK BHATTA	AL/1/C/4, Flat No E 3	Retired	9831842120
AMITAVA MONDAL	AL/1/A/33, Flat no 4,	Service	8777363849
PRAKASH SINGH	AL/1/A/33, Flat no 5,	Service	9836764000
GANESH CHANDRA ROY	AL/1/C/18, Flat No 3A	Retired	8918342159
AMAL CHANDRA NATH	AL/1/C/42, Flat No 01	Retired	Not known
SUMANDRA GHOSH CHOWDHURY	AL/1/C/42, Flat No 7	Service	9845721985
SUBHRADEEP CHAKRABORTY	AL/1/B/23	Consultant	9830278844
BRATINDRA NATH BANERJEE	AL/1/C/39, Flat No 302	Service	8910040729
SUDHANGSU MANNA	AL/1/C/25, Flat No 2E	Retired	9433080133
UTPAL GHOSH	Flat No. 2A, AL/1/C/16	Service	9434453267
SATYABRATA BANDYOPADHYAY	Flat No. 4A, AL/1/C/16	Retired	9988804968
SOUMAIN DAS	Flat No. 3B, AL/1/C/15	Self Employed	9830235051
MONOJ KUMAR PAL	AL/1/C/15	Retired	9869466127
RADHA RAMAN SINHA	Flat No. 4B, AL/1/C/15	Retired	7980188708
NIKHILESH BARDHAN	Flat No. 2B, AL/1/C/15	Retired	9831272485
SUBHRA JYOTI MONDAL	Flat No. 3B, AL/1/C/12	Business	9831635374
TAPESH KUMAR DAS	Flat No. 4A, AL/1/C/12	Retired	9836401030

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
SUPRATIM CHANDRA	Flat No. 2A, AL/1/C/12	Retired	8336955994
PRADIPTA PAUL	3RD FLOOR, AL/1/A/36	Service	9830308967
SUBHRA SAHA	AL/1/F/3	Business	8583047091
SADHANA DUTTA	Flat No. 3A, AL/1/C/3	Housewife	9836099133
KALYANI SARKAR	Flat No. 2B, AL/1/C/30	Retired	9433885848
ABDUL GAFFAR	AL/1/A/34	Retired	9874822621
PRADIP KUMAR MITRA	Flat No. 1A, AL/1/C/27	Retired	9123087621
ARUN KUMAR CHATTERJEE	Flat No. 2B, AL/1/C/12	Retired	8777808410
GAUTAM BANERJEE	Flat No. 2A, AL/1/C/30	Retired	8895501942
PRADYUT KUMAR DE	Flat No. 301, AL/1/C/36	Retired	8637834875
SABYASACHI DAS	Flat No. 1B, AL/1/B/6	Service	9434990219
RANU HAJRA	Flat No. 2B, A/1/C/13	Homemaker	9007810547
RIN SAHA	AL/1/C/14	Retired	7003631606
SIDHARTHA SARKAR	Flat-402, AL/1/C/39	Service	9163088627
SANTI RANJAN SARKAR	Flat-1B, AL/1/C/30	Engineer	9433281337
ALOKE KUMAR DANDAPAT	Flat No. 3A, AL/1/C/06,	Consultant	7227001097
SWAPANESH MITRA	KALLOL F - D3	Retired	9434017781
MALAYNIL NANDY	Flat No. 2A, AL/1/C/18	Retired	7044345722
TANIA MAHATO	Flat No. 101, AL/1/C/20	Service	8583992891
SHYMAL CHAUDHURI	Flat No. 201, AL/1/C/20	Retired	7003544781
NARAYAN CHANDRA SAMANTA	Flat-2A, AL/1/C/13,	Retired	8240642152
SUKUMAR DUTTA	AL/1/B/18, Street No. 15	Chartered Ac	9830156329

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
DALIA CHAKRABORTY	Flat No. 301, AL/1/C/20,	Retired	8777526271
SUBRATA SAHA	AL/1/A/23	Retired	9433000191
DEBJANI NAG CHAUDHURI	Flat No. 5, AL/1/C/02,	Housewife	9836415314
SUBRATA CHOUDHURY	Flat No. W-2, AL/1/C/2B,	Retired	9432497010
RABINDRANATH KARMAKAR	Flat No. 7, AL/1/C/31	Retired	9836434821
ANUP SINHA MAHAPATRA	Flat No. 02, AL/1/C/31	Retired	9953840041
ARUNAVA GUPTA	Flat-4A, AL/1/C/26	Retired	7605059985
DEBRAJ MALLICK	Flat-2B, AL/1/C/26	Service	9748450455
ARUNDHATI ROY	Flat-E-1, AL/1/C/35	Retired	9883336530
PALASH KUMAR DHARA	Flat-6B, AL/1/D/1	Service	8420710800
AMIT SAMANTA	Flat-4B, AL/1/C/27, St No. 16	Service	8900015956
MANISH KUMAR AGARWAL	Flat-1B, AL/1/D/1,	Business	9831884440
KAMAL KUMAR CHANGIA	Flat-3A, AL/1/D/1,	Business	9831378552
DEBI DAS	AL/1/A/17, Street No. 05	Service	9123748569
MITA GHOSH DASTIDAR	AL/1/A/32, Street No. 03	Housewife	9830051639
MITRA PAL	Flat-4B, AL/1/B/33	Retired	9163773680
RAM PRAKASH SINGH	AL/1/B/14, Street No. 16	Business	9038000760
KAMALENDU BIKASH PAUL	Flat-3A, AL/1/C/34	Retired	9433036015
DR. KALLOL PAUL	Flat-2A, AL/1/C/34	Doctor	9830017788
RADHAPRASAD DAS	Flat-3A, AL/1/C/8	Retired	9836522044
LALITA BHATTACHARYA	Flat-4, AL/1/C/2	Housewife	8250753902
HIMADRI GHOSH	Flat-4, AL/1/C/7	Service	7042020999

List of New Town Al Block Resident's Cultural Association Members

Name	Address	Occupation	Contact No.
SUDIPTA KUMAR SAHU	Flat-1 A, AL/1/D/1,	Retired	8001193419
SURESH ROY	AL/1/C/25	Retired	9875635721
Dr. SIMA BANERJEE	AL/1/C/35, Flat No. E-4,	Retired	9875635721
JAGABANDHU SAHA	AL/1/C/18	Business	9163049443
PRASANTA KR. ROY	AL/1/C/24, Fiat No. 3	Retired	9830690153
HIMADRI GHATAK	Flat-6A, AL/1/D/1,	Service	9830828236
DR. SOMDATTA DAS	Flat-3A, AL/1/C/9,	Service	7439292297
SULATA BHATTACHARYA	Flat-2B, AL/1/B/30,	Homemaker	9934415743
ANKUR PUTATUNDA	AL/1/C/18,	Self Employed	9163546621
PULKIT CHATTERJEE	AL/1/A/41, 3Rd. Floor	Business	9091550900
ASIT BARAN ROY	AL/1/C/24	Retired	8777012660
DR. ABHIJIT BANERJEE	AL/1/A/15, Street No. 5	Doctor	9830186924
TAPAN KUMAR SEN	AL/1/C/39, Flat No. 401	Retired	9830140758
NRIPENDRA KUMAR ROY	AL/1/C/24	Retired	9231002148
SANGEETA BANERJEE	Flat-A 4, AL/1/B/30,	HR Consultant	9819965066
SAROJ KUMAR MAHAPATRA	Flat-A-4, AL/1/C/02, St No. 28	Retired	9163773605
ADI JYOTI CHATTOPADHYAY	Flat-A-1, AL-37, Street No. 16	Service	9836106410
MANISH MUKHERJEE	AL/1/A/34, Street No. 03	Retired	8777422040
ABANTIKA BISWAS	AL/1/A/02, Street No. 04	Service	9051133662

New Town AL Block Resident's Cultural Association

With best compliments from :

CHISEL & WOOD

Your Vision
Our Focus
Fashionable eyewear like never before
Elevate Your Child's Vision and Style
Right at your doorstep
Optimist
Experience exceptional eye care
Call & Whatsapp
90626 18534
vogue
ESPRIT
HOYA
শারদোৎসবে আমাদের পুজা প্রাঙ্গণ বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন
কাঠামো সজ্জিত করে যাঁরা আমাদের সহযোগী ছিলেন।
To protect strength from dampness, build with
WEATHER PRO
waterproofing system
UltraTech
PUJOR DINE
BANGALI'R PET PUJO MANE!
GUPI BAGHA
MULTI CUISINE CAFE NEWTOWN
INDIAN | TANDOOR | CHINESE
7044808243
GROUND FLOOR, CE-28, STREET 220, CE BLOCK (NEWTOWN),
ACTION AREA I, WEST BENGAL - 700156
DIKSHA
THE RIGHT EDUCATION
BUILDING BASES PREPARING FUTURE
OUTSTANDING RESULTS OF OUR STUDENTS
CA FOUNDATION JUNE 2024
CA FOUNDATION DEC 2023
CA FOUNDATION JUNE 2023
CA FOUNDATION DEC 2022
XII ACCOUNTS 2024
XII ACCOUNTS 2023
CONTACT : HOWRAH - 9674571623 / LILUAH - 0830038650

With best compliments from :

A. R. Enterprise

এবারের দুর্গাপুজো

মৌসুমী বিশ্বাস চৌধুরী

সারাবছর একটানা নানান কাজের ব্যস্ততা, একঘেয়েমি, নিয়ম ঘেরা জীবন যাপনে হাঁপিয়ে ওঠা মন যখন চায় ডানা মেলে উড়তে..... ফুরফুরে হালকা মেজাজে প্রাণ যখন সত্যিকারের স্বপ্ন পূরণের পথ খুঁজে পায়.....যখন শরৎ মেঘের ডানায় সাদা পেঁজা তুলোয় ভরা আকাশের সাথে রঙিন হয়ে মিশতে চায়, মন ও প্রাণ, তখনই আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ... হ্যাঁ, আমাদের প্রিয় দুর্গোৎসব। কাশফুলের দোলা, শিউলি মাখানো শিশিরের গন্ধ, আমাদের জীবনেও আনে একটু ভিন্ন স্বাদের স্পর্শ।

এবার আসি, আমার এ বারের পুজোয় কাটানো নানা রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর ডালি নিয়ে। পঞ্চমীর দিন দেবী দুর্গার মন্ডপে ব্লকের বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি ও পরিবারের সাথে খুবই উপভোগ করলাম.... হইচই, আড্ডা, খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক কবিতা কোলাজ পরিবেশন করে আত্মতৃপ্তিতে ভরলো মন। কারণ খুব বেশী না হলেও , সকলের মতো সমাজে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিরুদ্ধে মঞ্চে উঠে প্রতিবাদী হতে পেরেছি। আসলে আমার কবিতা কোলাজের মধ্য দিয়েই আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি , আমি আমার মতো করে। মা দুর্গার সামনে বার বার একই প্রার্থনা জানিয়েছি.... মা যেন আমাদের সকলকে সুস্থ মানসিকতায় পূর্ণ করেন । সমাজের প্রতিটি নারী যেন নিশ্চিত, সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তিলোত্তমার বাবা-মার মতো আর যেন কোন অভিভাবককেই সন্তান হারানো যন্ত্রণায় কাতরাতে না হয়।

ভালো-মন্দ মেশানো জীবনে কখনো কখনো ভিন্ন স্বাদ বদলের প্রয়োজন হয়। সপ্তমীর দিন সপরিবারে পূর্বপরিকল্পনা মাফিক সমতল ছেড়ে পাড়ি দিলাম বন পাহাড়ে দেশে। সম্পূর্ণ না হলেও, কিছুদিনের জন্য কিছুটা ভুলে থাকলাম... বর্তমান সমাজের অসুস্থ পরিবেশের কথা। তাই হয়তো পাহাড়িয়া আঁকাবাঁকা পথ, তিরতিরে নদী ,পাহাড় ঘেরা পাইনের সারি মনকে নিয়ে গেল এক অজানা ভালোলাগার দেশে। ঈশ্বর তার সর্বস্ব দিয়ে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন সযতনে। প্রকৃতির অপূর্ব রূপ, রস সৌন্দর্য উপভোগ করলাম এবং অনাবিল আনন্দে ভাসলো মন ও শরীর। কিন্নর কৈলাস পর্বতে স্বয়ং মহাদেবের দর্শন আর ঐ পর্বতেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রোদয় দেখার দুর্লভ সুযোগ ...এবারের যাত্রার পরমপ্রাপ্তি ।ধন্য হল এ হৃদয়, পূর্ণ হল মন। একরাশ মুগ্ধতা আর ভালোলাগার এ রেশ থেকে যাবে মনের মনিকোঠায়, আজীবন অমর হয়ে রইবে সুখস্মৃতির পাতায়।

প্রকৃতির কোলে পাহাড়ের দেশে ঘুরতে ঘুরতে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'পয়লা আষাঢ়' কবিতাটি বারবার আওড়িয়ে গেছি। সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির সাথে কবিতাটির ভাবার্থ মিলেমিশে গেছে আর কবিতাকে ভালোবাসার আস্বাদও মিলল সেখানে।

আমাদের ভ্রমণ পরিক্রমার পথটি ছিল কলকাতা - চন্ডিগড়-ফাগু- সারাহান- রাকছাম-ছিটকুল -কল্পা

- নারকান্ডা -চন্ডিগড় থেকে আবার নিজের জায়গা কলকাতায় ফেরা।

আবারও একটাই প্রার্থনা আমরা সবাই যেন সুস্থভাবে, ভালোভাবে আনন্দে একে অপরের সাথে হাতে হাত রেখে চলতে পারি। "আরো বেঁধে বেঁধে থাকতে পারি" ।আমাদের মূল মন্ত্র হোক.... আমরা করব জয় একদিন ....

With best compliments from

MAA BISHALAXMI ENTERPRISE

CIVIL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER.

Specialist in Civil Construction, Flooring, Piping,
Painting, Roof Treatment & Foundation.

Office 03224-2750331
Mob.: 9434175425/7797152561 /9732657659

E-mail : maabishatsxmienterprise.mlshra@gmail.com
E-mail : notan_mishra@rediffmaiL.com

Durgachak Colony, Haldia, Block-C-114/1,Purba Medinipur-721602 (W.B.)

With best compliments from :

TASHI LHENDVP ENTERPRISE

তপনের গোয়েন্দাগিরি

প্রণব পাল

নভেম্বর মাসের কোনও একটা দিন, সালটা ছিল ১৯৭৫। খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে ঘুমের চেষ্টায় আছি, এমন সময় তপন এসে হাজির আমার দোতলার কোয়ার্টারে। তপন আমার অধীনস্থ। অধ একজন Sub- Assistant Engineer, আর আমি ছিলাম Assistant Engineer-cum Sub-Divisional Officer, CALCUTTA DRAINAGE OUTFALL SUB DIVISION NO III. Posting place ছিল ঘুসিঘাটাতে (GHUSHIGHATA)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, Irrigation Deptt Assistant Engineer এর চাকুরী পাওয়ার পর এটাই ছিল আমার Ist Posting as "SDO" I ঘুসিঘাটা বিদ্যাধরী নদীর ডানপার্শে অবস্থিত একটি ছোট জনপথ, যেখানে না ছিল কোন বিদ্যুত, না ছিল পানীয় মল, না ছিল কোনো ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমার কোয়াটারটা ছিল পালবাড়ীর (Red-Corporation Building, under Calcutta Municipal Corpη) দোতলায়। প্রায় ২০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে। এই লালবাড়ীর একতলা বা Ground floor এ থাকতেন তিনজন S.A.E এবং দুই জন L. DIC. I দোতলায় আমি একাই থাকতাম। কাজকর্মের মধ্যে- ."কলকাতার ময়লা জল নিকাশী তিনটি খালের (Drainage channel) সংরক্ষণ, গোটা পাঁচেক drainage sluice sa-operation maintenance এবং-কিছু রাস্তা এবং ব্রীজ নির্মানের কাজ। জায়গাটা কলকাতার তপসিয়া অঞ্চল থেকে পূর্বদিকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে KOLKATA-MINAKHA-BASANTI road এর ডান পাশে অবস্থিত। এখান থেকেই সুন্দরবন অঞ্চলের শুরু। এবার মূল ঘটনায় আসি। "অ তপন কি ব্যাপার,- এই অসময়ে? আমি শুধেলাম।

"স্যার,- পরিত্যক্ত POLICE OUTPOST,- যেটা আমাদের Irrigation- Colony এর পাশেই অবস্থিত, সেখানে একজন ষন্ডামার্কা লোক শুয়ে আছে। আমার গোয়েন্দা চোখ বলছে" ও নিশ্চয়ই কোন ডাকাত দলের সর্দার, রাত্রেই আমাদের colony তে ডাকাতি হতে পারে। এর পূর্বেও তপনের গোয়েন্দাগিরির কিছু কিছু নমুনা দেখেছি যেমন আমার দোতলার শেয়াটার থেকে চুরি যাওয়া হ্যাঁচাক এর পুনরুদ্ধার, বা শেন contractor actor এর শঙ্কের ফাঁকি দেওয়া বা জালিয়াতি করার কাজ ধরে কোম্পা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেসব ঘটনার কথা লিখতে গেলে অনেক পরতে খরচ হতো। সুরাং এক্ষেত্রে তপনের গোয়েন্দাদৃষ্টিতে চিহ্নিত "পকাত সর্দার" কে দেখার জন্য, আমাকে সন্ধেমিনে তদন্তে যেতেই হোল) সঙ্গে আরও তিও তিনবুন staff কে নিয়ে অকুস্থলে হাজির হলাম। দেখি যে, ষন্ডামার্কা লোকটি পুভি আর একটা ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে একটা বেন্চে ওয়ে আছে। তপন একটা ছোট সাঠি নিয়ে মেঝেতে দুবার ঠুকে বলল "আপনার" নাম কি, কোথায় থাকেন, কোথায় যাবেন, এখানে কেন এসেছেন?

তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল" আমাদের S. DO সাহেব এসেছেন, উনাকে সবকিছু খুলে বলুন। লোকটি একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু যতমতঃ হওয়ার গন করল, তারপর খুবই শান্তস্বরে বলল,-"দেখুন, আমি একজন স্বপ্নরে, আমার কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। আপাততঃ আমি নদীর তপারে বসিরহাট যাব। দুপুর বেলা, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি "বুঝলাম,- তবে এখানে কেন? বসিরহাট। চলে যান। পরের A ফেরিঘাট। থেকে নদীর পারে যাওয়ার শেষ গত্ব বিকেল ৫ টায়। এখনই বেড়িয়ে পরুন। মালার পর্যন্ত হেঁটে যেতেও তো ১২ ঘন্টা ২ ঘন্টা লাগবে, তাছাড়া নদীর ওপার থেকে বসিরহাটের শেষ মসও তো সন্ধ্যা ৮টায়-সম্পরে নর ম্যানগর্ভ উপদেশ। এবার "ষামার্কা মোশটি খুবই-logically বসল,- দেখুন, মানুষ বিপদে পড়লে তো police station: এই আশ্রয় নেই। আমিও তো তাই এখানেই rest নিচ্ছি। অসুবিধা কোথায়? আর, গছাড়া এটা একটা abundant police out post, কেউ থাকেনা, কারোর ও শেন disturbance-হচ্ছে না। আর আপনি যা গবছেন তা নয়। আমি চোর পঙ্কত নই,- কোন খারাপ উদ্দেশ্যও নাই। তাকাচ্ছেন? ওটাতে শুধু আর আমার পোঁটলার দিকে মামা কাপড়, আর ঋনা বাসন আছে। সার্চ করতে পারেন? এবার আমি বেশ অপ্রস্তুতে পড়লাম। তপনকে ইশারায়,- তার গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করতে বললাম। কারন কোন ব্যক্তিকে সন্দেহের বশে কা অকারনে এভাবে হেনস্থা করা উচিত নয়।

তাই বললাম এসে "ছাড়ল এসব, - চলুন ά সকলে যে যার বাসাতে ফিরে বাই। বিকেলে খোঁজ নেবেন, উনি সত্যই চলে গেছেন কিনা?"

রাত্রি সাতটা নাগাদ, একটা সুশ হ্যাজাক স্থামিয়ে আমার দোতলার কোয়ার্টারে তাসের আসর বসেছে। এপন, প্রবীর, পরিক্ষণ-এই- তনজন SIAE এবং আমিম। খেলা হসে উঠছে। ব্রিম খেলা। এমন সময় দরজাতে Salute এক ভদ্রলোকের আগমন। সিবে আসার অনুমতি দিতেন, খুবই নম্র এবং বিনীত গবে বললেন, "স্যার, একটা আর্জি আছে- বসেই একটা লাল রঙের photo identity card উনি Assistant Commissioner তাকিয়ে তো সকলেই অবাক। আবু দুপুরেই বই অনেক of Customs, Govt. উনিই সে আমার হাত দিলেন। of India". ওঁর দিকে সেই ষন্ডাম্পার্কণ প্রাকাত, যাঁকে আত্মবা •জিক্লাসাবাদ করেছি। খ্যাঁকী -পোশাকে কোমরে রিভলভার সঙ্কেত ভদ্রলোককে দেখে সকলেই হতভম্ব। "তা, আমার কি করতে হবে?" আমি বসলাম। 4 তেমন কিছুই নয়, আপনার অধীনদু ঐ "গোল বাংলোর" (Irrigation Bungalow of 14w.pepi) চাবিটা আনুকের রাতের জন্য চাই" "কিন্তু চৌকিদার অ দুটিতে। আলমারী থেকে বালিশ, চাদর বের করে দেওয়া, খাবার মসের ব্যবস্থা করা, বা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দেওরা- এগুলো করবে কে?" আমি বসলাম। "না না, তার প্রয়োন নাই। আমাদের কাছে খবর আছে আম রাত্রেই পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে ট্রাকে করে অনেক গাঁজা এবং মাদকদ্রব্য করতে এসেছি। বাংলোর পাচার করা হবে কলকাতায়। আমরা RAID করতে ছাদ থেকে সারারাত Search light, পটকা ফাটান, এবং নানারকম signal transmit করা হবে। চোরের দিকে চাবিটা আপনাকে ফেরৎ দেওয়া হবে। রাত্রে ওয়ে আরাম করার স্পেন গল্পই নাই। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে- চাবিটা উনাকে দিয়ে দেওয়া হোন। তাসের আসর আর ঘুমলনা। যে যার- বাসায় ফিরে গেল। আমিও খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। মাথার কাছে একটা তিন সেলের টর্চ রাখলাম। আর হ্যাজাকটা জ্বালিয়েই রাখলাম Dining hall

বলল বাঁচান সাহেবর,- এ কম্পা আর হবে না"। কিন্তু সাহেব রও নাছোড়বান্দা। মহাজনরাও কিছুটে সাহেবদের পা ছাড়ছে না। অবশেষে ট্রাকপিছু ১০,০০০/- টাকা থেকে শুরু করে ৫০,০০০/- টাকায় রফা হোল। শেষমেষ ১,৯০,০০০/- টাকার বিনিময়ে চারটি ট্রাকের মুক্তি মিলল।

শুধোয়। "অ ছাতালগুলো আর গাঁজার প্যাকেট কোথায় গেল" আমি

« ছাগলগুলো কলকাতার কসাইখানায় disposed করা হোল"-

"আর গাঁমার প্যাকেটগুলো"- আমার কৌতূহল। ওটা স্যার, বলা যাবে না। নিষেধ আছে। তবে তারপর থেকে ঐ ব্যবসাতে আমর মালিকের ট্রাক আর খাটাই না?

পূজোর সেকাল ও একাল

সুরজিৎ কুমার দাস

কখনও কখনও ছেলেবেলার বিভিন্ন ঘটনাবলী স্বপ্নের মতো চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সেইসব ঘটনাবলী দেখতে দেখতেই কখন যেন আবার ছেলেবেলাতেই ফিরে যাই। আমাদের ছেলেবেলার পূজার দিনগুলো ভীষণ রঙিন ছিল। কত আনন্দ ছিল। বিষয়ের আতিশয্য নয়, নিষ্ঠাভরে পূজার আচরণ বিধি পালনটাই সেখানে মূখ্য ছিল। আর ছিল অনাবিল আনন্দ যা সবাই মিলে ভাগ করে নিত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। তখন হতো বারোয়ারী পূজো। আর আজ হয় সার্বজনীন পূজো। তাহলে এই বারোয়ারী আর সার্বজনীন এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আসলে "বারোয়ারী" শব্দটির অর্থ হলো "বারোজনের" বা একদল মানুষের আয়োজিত পূজো। যা মূলত বন্ধুবান্ধব বা একদল মানুষের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। ১৮ শতকের শেষভাগে হুগলির গুপ্টিপাড়ায় প্রথমবার বারোয়ারী পূজোর সূচনা হয়। এটি সাধারণত স্থানীয় বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভিত্তিক ছিল এবং একদল মানুষ মিলে পূজোর আয়োজন করত। এখানে অর্থ সংগ্রহ এবং আয়োজন সাধারণত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আর "সার্বজনীন" অর্থ হলো সকলের জন্য উন্মুক্ত। ১৯শ শতকের শেষ দিকে এবং ২০শ শতকের শুরুতে বারোয়ারী পূজো থেকে সার্বজনীন পূজোর ধারণা আসে। কারণ বাঙালিরা চেয়েছিল কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতার বাইরে বেড়িয়ে সকল শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার মানুষ যেন এই পূজোর অনাবিল আনন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এই ধরনের পূজোয় আর্থিক সহায়তা আসে স্থানীয় জনগণের থেকে চাঁদা বা দান সংগ্রহের মাধ্যমে, এবং পূজোর আয়োজনও সকলের সহযোগিতায় করা হয়। আসলে বারোয়ারী পূজো সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ মিলন ও আড্ডার স্থান ছিল, আর সার্বজনীন পূজো বড় পরিসরে সকলের আনন্দ এবং উৎসব উদযাপনের সুযোগ করে দেয়। তাই বর্তমানে অনেক বারোয়ারী পূজো সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে এবং বারোয়ারী শব্দটি আজ আর তেমন ব্যবহৃত হয় না।

যাইহোক আসল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। পুজোর আনন্দ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম উৎসবমুখর রূপ। দুর্গা পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার বা পূজোর আয়োজন নয়; এটি আসলে একটি সামাজিক মিলনোৎসব। আমাদের ছেলেবেলায় পূজোর সময়, বাড়িতে কত আত্মীয় পরিজনদের ভীড় জমতো, রকমারী খাবার দাবার তৈরী হতো, দিলখোলা আনন্দে মন্ডপে মন্ডপে ঠাকুর দেখে বেড়ানো সবার সাথে। এইভাবেই চারটি দিন পেরিয়ে যেত কিভাবে বুঝতেই পারা যেত না। তবে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে অনেক কিছুই। আজকের দিনে আমাদের পারিপার্শ্বিকতা অনেকটাই বদলেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, ধর্মীয় রাজনীতিকরণ মেলামেশার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা সৃষ্টি করছে। তাছাড়াও বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কারণে মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে ভার্চুয়ালি বিভিন্ন প্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছেন সেইসঙ্গে অনলাইনে পূজা লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। ফলস্বরূপ আনন্দের উপভোগটাও যান্ত্রিক হয়ে গেছে , হয়েছে রসহীন। তার উপর পূজোর নিজস্ব গরীমা হারিয়ে গিয়ে আমদানি হয়েছে থিম পূজো। রূপান্তরিত হয়েছে বিনোদনের মাধ্যমে। সোশাল মাধ্যমেই আজকাল উৎসবের ছবি ও বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হচ্ছে , হারিয়ে যাচ্ছে সাক্ষাতে মেলামেশার সুযোগ। এইভাবে বাঙালিরা হারিয়ে ফেলছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধীরে ধীরে। এটাও কিন্ত অবক্ষয়।

With Best Wishes From

P C CHANDA COMPANY (P) LIMITED

Ravi Auto House, 103, Park Street, 6th Floor
Kolkata-700 016, West Bengal, India
Phone : +91 (33) 2227 2525, 2227 2526
Fax : +91 (33) 4007 3604 / 2227 2528
E-mail : info@chandapaints.com
Website : www.chandapaints.com

WORKS :
K2, Kalyani Industrial Growth Centre, Phase-I
P.O. : Gayeshpur, Kalyani - 741234,
Nadia, West Bengal, India
Phone : +91 (33) 2589 2240, 2589 2242
Email ; info@chandapaints.com

On this special occasion

With Best Compliments from

SOHAGH FOREX PVT

" আমি সত্যিকারের মা ... সত্য জননী "

[সাম্বা শিবা সম গতি: সফলে হফলে বা 'অম্বা-স্তোত্রম' — স্বামী বিবেকানন্দ]

[আমি সফলই হই আর বিফলই হই, সেই কল্যানময়ী জননীই আমার গতি।]

আরুণি গুপ্ত

"একদিন আমাদের গুরুদেবের দেহান্তের দু:খময় দিন এসে উপস্থিত হল। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। ... মাত্র বারোজন বালক, লোকের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে; বলছে যে তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প। সে কথা শুনে সকলেই উপহাস করত। উপহাস ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করল। আমাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল। .... সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না। ... শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী। ... আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিনী। কিন্তু তিনি ছিলেন নি:সহায়। আমাদের চেয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র"— কথাগুলি বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, ক্যালিফোর্ণিয়ায়। 'আমার জীবন ও ব্রত' (My life and Mission) নামে বিখ্যাত বক্তৃতায়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করার পর যুবক ত্যাগী ভক্তরা এদিক-ওদিক পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সমাজের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁদের আদর্শের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছিল। সেই সময় শ্রী শ্রী মাই ছিলেন তাঁদের প্রেরণা। ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে তিনি সঙ্ঘের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তাঁর একান্ত সহচরী যোগীণ মা বলেছেন : যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়। যেখানে যা দেখেছেন — শিলটি নোড়াটি (দেব বিগ্রহ), কেঁদে কেঁদে বলেছেন, "ঠাকুর আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।" মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

স্বামীজী ছাড়া একমাত্র শ্রী শ্রী মা-ই বুঝতে পেরেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) দেহত্যাগের পরেও যুগ যুগ ধরে জগতে বেঁচে থাকবে, এবং তারজন্য প্রয়োজন হবে একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের, যে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা শুধু নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণের জন্যও কাজ করবে। সেই জন্যই শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর এত ব্যাকুল ভাবে এরজন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের সঙ্ঘজননী। তাঁকে সঙ্ঘজননী আখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১মে স্বামীজী বলরাম বসুর বাড়িতে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের সভা করে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিন সভা শুরু হওয়ার প্রথমেই স্বামীজী বলেন 'মঠ ও মিশনের জন্য কিছু টাকা সংগৃহীত হয়েছে, আমাদের শ্রী শ্রী মা দেশে আছেন, তাঁর মাসিক হাতখরচা বাবদ স্থায়ী তহবিলের সুদ থেকে সর্বাগ্রে কিছু দেওয়া উচিত মনে করি, এ-বিষয়ে আপনাদের কী মত?' সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন, কিন্তু মাকে কত টাকা করে দেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে অনেকে বললেন : ব্রাহ্মণের বিধবা পাড়াগাঁয়ে থাকেন, যা হোক সামান্য ৫/৭ টাকা দিলেই হবে। এতে স্বামীজী অত্যন্ত দু:খিত হলেন, বললেন আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি, বেটাছেলে, প্রয়োজন মতো ভিক্ষে করে মঠ চালাতে পারব। (কিন্তু) শ্রী শ্রী মাকে হাতখরচা বাবদ মাসিক ২৫ টাকার কম দিতে পারব না। শ্রী শ্রী মাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘ জননী।

সন্ন্যাসীদের মাতৃস্নেহে ভালবেসেছেন বলেই তিনি সঙ্ঘজননী নন, সঙ্ঘের আদর্শকে পরিপুষ্ট করেছেন, প্রয়োজনে পথনির্দেশ দিয়েছেন সঙ্ঘের দিকপাল সন্ন্যাসীদের — এই জন্যই তিনি সঙ্ঘজননী। সঙ্ঘের সব সন্ন্যাসীর কাছে মায়ের আদেশই ছিল শেষ কথা — এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও তাই। মায়ের সব আদেশ ও ইচ্ছাকেই স্বামীজী মাথা পেতে গ্রহণ করতেন। স্বামীজী শ্রীমায়ের সম্পর্কে বলতেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। স্বামী শিবানন্দকে চিঠিতে লিখছেন, বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজা

করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। ..... গিরিশ ঘোষ, মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।

স্বামীজী যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শ্রী মায়ের উপদেশ এবং অভিমত প্রার্থনা করতেন এবং শ্রী মায়ের নির্দেশ এবং ইচ্ছাই স্বামীজী সব সময় শিরো ধার্য করতেন। ..... এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন 'মঠে প্রথম প্রথম কার্য ধারা নিয়ে অনেক সময় মতের পার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। শ্রীশ্রী মা যে কোন সমস্যার সমাধান তৎক্ষণাৎ করে দিতেন, — তাঁর যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করত। স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছা করলে অনেকের অমত হয়, তখন ঐ বিষয়ে স্বামীজী শ্রী শ্রী মাকে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রী শ্রী মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "হ্যাঁ বাবা, মঠে দুর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্নাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।" এই আদেশ যদি ঠাকুর দিতেন তবে স্বামীজী হয়তো প্রশ্ন তুলতেন, শাস্ত্রবিচার করে বলিদানের সপক্ষে নানা যুক্ত দেখাতেন। কিন্তু শ্রীমায়ের আদেশ তাঁর কাছে ছিল সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বিচারের অতীত।

কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী বেলুড় মঠ বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, শ্রী মা তৎক্ষণাৎ বললেন, "..... বেলুড় মঠ কি একটা সেবা কাজেই নি:শেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ, ঠাকুরের অনন্তভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, যুগ যুগ ধরে এই ভাবে চলবে।" স্বামীজী লজ্জা পেলেন এবং মায়ের কথা মেনে নিলেন।

শ্রীমাকে স্বামীজী সাধারণ গুরুপত্নী হিসাবে দেখতেন না। শুধু সঙ্ঘজননী হিসাবেও নয়, তাঁকে দেখতেন বিশ্ব জননীরূপেও। — এক বিরাট বিশ্ব-জোড়া মা। ..... সাক্ষাৎ জগদম্বা।

শ্রীমা ছিলেন স্বামীজীর চোখে সনাতন ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি, ভারতবর্ষের প্রতীক-বিগ্রহ। নিবেদিতা (তখন মিস মার্গারেট নোবল), মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলিবুল ভারতবর্ষে এলে স্বামীজী তাঁদের নিয়ে বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন। .... স্বামীজী সবিস্ময়ে ও গভীর আনন্দের সঙ্গে দেখলেন শ্রীমা তাঁর ঐ বিদেশী সন্তানদের পরম আদরে ও স্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্বামীজী এ সম্পর্কে স্বামী রামকৃষ্ণনন্দকে লিখেছিলেন : 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গে খাইয়াছিলেন! ..... ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? শ্রীমা এঁদের গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ স্বামীজীর চোখে সনাতন ভারতবর্ষ তাঁদের গ্রহণ করেছেন। এই উদারতা ঐ যুগে একজন অশিক্ষিতা রক্ষণশীল হিন্দু বিধবার পক্ষে অকল্পনীয় — কিন্তু শ্রীমা যে ছিলেন অতুলনীয়া — তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। সেই অতুলনীয়াকে জগৎকে দেখালেন তাঁর অতুলনীয় সন্তান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন মাতৃ-সান্নিধ্যে এসে অন্তরের ভাবাবেগ সামলে উপস্থিত সকলকে বলতে থাকেন : ভগবান ঠিক আমাদের মত মানুষ হয়ে জন্মান — এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পারো যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘর কন্না ও আর সব রকম কাজ কর্মই করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি — সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।' গিরিশ চন্দ্র ঘোষ একদিন শ্রীশ্রী মাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি রকম মা?' শ্রী শ্রী মায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এ প্রশ্নের শাশ্বত উত্তর : 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয় — সত্য জননী।'

শ্রী শ্রী মা দেহ ত্যাগের কয়েকদিন আগে জনৈকা ভক্ত মহিলাকে বললেন : 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখ না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' জগতের উদ্দেশ্যে এই তাঁর শেষ বাণী। আর সবাইকে জানিয়ে গেলেন আশীর্বাদ। 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা — আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।'

যে কয়েকটি বই থেকে সাহায্য নিয়েছি

(১) শতরূপে সারদা (ক) 'মাতাঠাকুরাণী' ; স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিতে — স্বামী পূর্ণাত্মা নন্দ (খ) শ্রী মা : পঞ্চশিখার আলোকে স্বামী প্রভানন্দ।

(২) 'আমি মা, সকলের মা' — সম্পাদক, প্রকাশক স্বামী প্রভানন্দ।

(৩) "শ্রী সারদা" (শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা ২০১২, রামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, কোয়াল পাড়া, বাঁকুড়া)

——:::——

With best compliments from :

Pradhan Legal Associates

With Best Wishes From

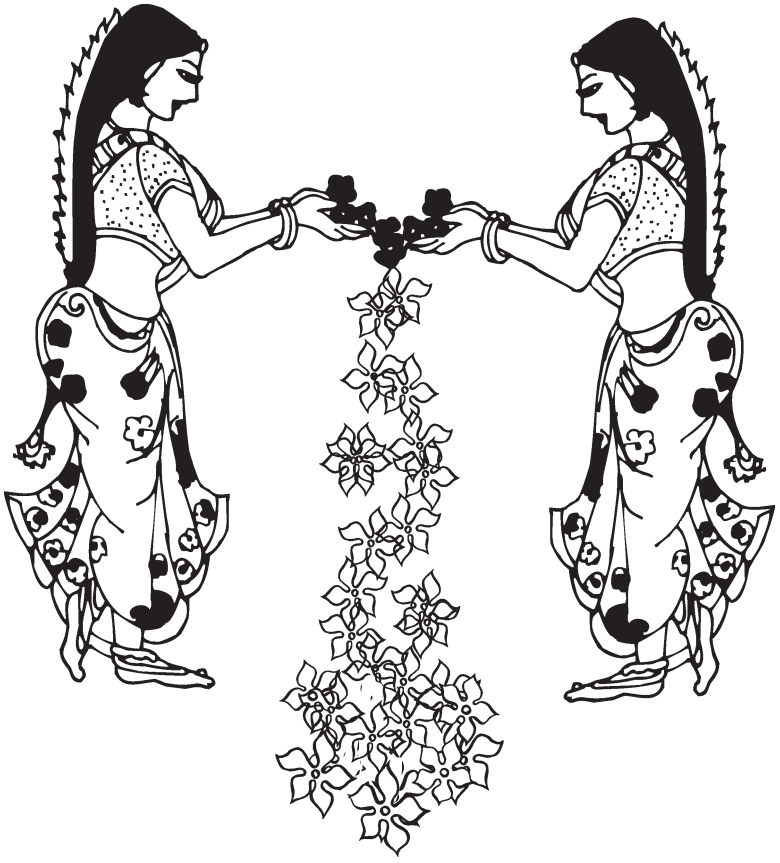

THE BHOG COMPANY

নিলডাউনের গল্প এবং অন্যান্য

পার্থ দে

তেতাল্লিশ পেরিয়ে চুয়াল্লিশ পেরবো পেরবো করছে, একে একে অনেকেই জবাব দিচ্ছে। বিয়াল্লিশ সাতে, নাকের ওপর নতুন একজোড়া চোখ এসে সেটে বসলো, মানে ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে সদস্য আলো অন্ধকার চিনিয়েছেন, তিনি খানিকটা হার্ট হলেন, তবে রিটায়ার করলেন না, রানার নিয়ে ক্রিজে রান তুলতে থাকলেন।

পরেই লাইনে ছিলেন সেই সদস্যটি, যিনি অনেক কিছু শুনতে পান, আর তিনি সব শুনতে পান বলেই আমরা সব জানতে পারি। এটাও জানতে পারি' দেওয়ালেরও কান আছে'। দু"কানে দুটো সীমের বিচির আকারের দুটো পুটুলি এসে ঢুকলো। একটা কথা ইদানিং একবারে শুনতে একটু ট্রাবল হচ্ছে সুদর্শনের। তাই মধ্য চুয়াল্লিশেই তাকে দুকানে এই সাজ নিতে হয়েছে।

মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্টের দোকান থেকে যেদিন সার্টিফায়েড কোম্পানির হিয়ারিং এইড অর্ডার দিল সে, সেই হপ্তাতেই, গিন্নি একজোড়া ভারি কানপাশা চয়েস করে রেখেছিলেন, কিনে ফেললেন। হায় ভগবান কি লীলাখেলা! কার জন্য যে কি বরাদ্দ করে রেখেছো, বোঝা দায়।

দাড়ান দাড়ান এখানেই থামার উপায় নেই মশাই, বিয়াল্লিশে, ওপর মাড়ির বাদিকে শেষের থেকে দু'নম্বর দাতে একটা আরটিসি আর তার পাশের টায় একটা ফিলিং অলরেডি হয়েছে। আর বাদিকে একটা গজাবো গজাবো করেও না গজানো হাফ আক্কেল দাত অপারেট করতে হয়েছে। সে কম হ্যাপা গেছে নাকি? দু দফায় সাতদিন ধরে গলানো ভাত, হাসপাতালের ডালের মতো হড়হড়ে খিচুড়ি আর ঠান্ডা দুধ গিলতে হয়েছে। পেইন কিলার মারতে হয়েছে, বাচালতা টোট্যালি বন্ধ করে, মৌনিবাবা সেজে গৃহযুদ্ধে সীজফায়ার ডিক্লেয়ার করতে হয়েছে।

এই তো অবস্থা। পয়তাল্লিশ হওয়ার আগেই ফর্দটা দেখলেন তো?

"বলুন তো কারোর ভালো লাগে?

আরে দাড়ান, দাড়ান, উঠছেন কোথায়? খবরদার এত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়লে চলবে না দাদা, ঝোলায় আরো বেশ কিছু আছে হে।"

পঞ্চমুন্ডির আসনের পাশে যেমন ভূত, প্রেত, দত্যি দানো ভিড় করে থাকে, তেমনিই শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ে তো আর এই নশ্বর শরীরটা চলবে না। হাড়, মাংস, রক্ত, মজ্জা, পেশী, অস্থি কতকিছুর সমাহারে এই দেহযাপন বলুন তো?

সে যাই হোক, যা বলছিলাম, এনারাও খুব কিছু কম যান না। আজ গাটে ব্যাথা, তো কাল চোরা অম্বল। পরশু প্রেশারের দফারফা তো তার পরদিন বুকের ডানদিকে গ্যাসের ব্যাথা। আর মাইরি এতো গ্যাস হয় কি করে, ভগবানের বাবাও জানে কি না সন্দেহ। কিভাবে হয়, কেন হয়, হলে কোনপথে বেরোবে, কিছুই ঠাহড় করা যায় না। সে এক বিদিগিচ্ছিরি অবস্থা।

তবে সুদর্শনের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল ট্রাবল পয়েন্ট হচ্ছে ঐ হতচ্ছাড়া হাটু দু'টো। একদম টাইট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। দুটোই

বিগড়েছে, আর বিগড়োবি তো বিগড়ো, যমজ ভাইয়ের মতো পিঠোপিঠি বিগড়োতে হলো।

মানলাম ডায়াফ্রামের একদম তলা থেকে শুরু করে তলপেটের একটু ওপর পর্যন্ত যে চর্বির থাকটা আড়ে বহড়ে বেড়েছে, আলাদা করে ওজন মাপা না গেলেও, তার দম কিন্তু হেব্বি। এটিকে আর কেউ 'নয়াপাতি' আখ্যা দেবে না, এ জিনিস একদম জাতের ভুড়ি। কৌলিন্য আছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওজনও আছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘাড়েগর্দানে এই গতরটার ওজন বইছে ঐ দুটো পা, আর তার মাঝ বরাবর ঐ মালাইচাকি দুটো।

সে কি যে সে কথা।

তাই যা হবার তাই হয়েছে।

গাধার মোট বওয়ার মতো, জালা মার্কা ভুড়ি আর তিজেল হাড়ির মতো গতরের বোঝা বওয়ার চাপে এবার হাটু দুটোও না আস্তে আস্তে রানারের জন্য কল দেয়।

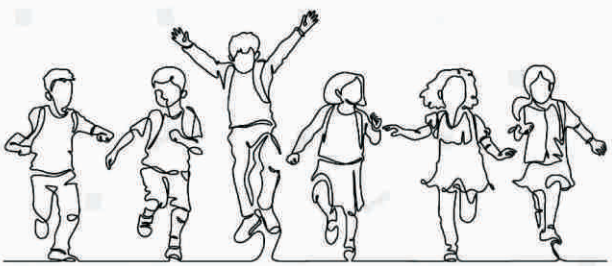

আর এখানেই তার মহা মনস্তাপ। সময় কালে কি না করেছে এই দুটো হাটু। দৌড়, ঝাপ, লাফ।

ডনবৈঠক, ওঠাবসা সব কাজেই সে দড়।

ঐ দেখবেন ঠিক লাস্টের জেনারশনের আগের জেনারশনে, মানে ঐ পিতামহ মাতামহদের আমলে যখন আড়াই থেকে সাড়ে তিন গন্ডা ছেলেপুলে বাড়িময় ছোটাছুটি করতো, তখনও বাপ মা হিসাব না কষেই একটা দু'টো বালবাচ্ছাকে একটু বেশী কোলঘেষা করে নিতেন। ঐ ক্যাজুয়াল চয়েজ আরকি।

আপনারও দেখবেন, নিজের অজান্তেই কখন যে কাকে বেশী স্নেহ করতে শুরু করে দিয়েছেন আপনি টেরও পাবেন না।

সুদর্শনেরও সেই দশা। সব ছেড়ে ওকে ধরেছে হাটুর নেশায়।

সেই কোন ছোটবেলা থেকে এই দুটো হাটু তাকে কি মারাত্মক সাপোর্ট দিয়ে গেছে, এখন ভাবলেই কি'রকম নস্টালজিয়া এসে ঘিরে ধরে।.... পঞ্চাননতলার মাঠে সেই কঅবে ফুটবলে হাতেখড়ি। ড্রিবলিং, পাশিং, চেজিং সবেতেই তার দম নিয়ে তুখোড় দৌড় ছিল দেখার মতো। বুকের খাচার যেমন দম, পায়ের তেমন জোড়। আজ কলম পিষে আর মাথা বেচে খেতে না হলে তো ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নই ছিল তার প্রথম কেরিয়ার চয়েজ।

কিন্তু সবকিছু কি আর একজীবনে পাওয়া যায়?

যথারীতি যায়নি। মানে হয়নি। ফুটবল থেকে ক্রিকেট হয়ে, মাঠের দৌড়ঝাপ এসে শেষ হয়েছে, শৈলেন স্যারের কোচিং ক্লাস আর 'বীরনগর তারাসুন্দরি উচ্চ বিদ্যালয়ের' বেঞ্চে।

"সে এক অন্য চ্যাপ্টার। শুনবেন নাকি? ভালো লাগছে না? একঘেয়ে কপচানি? এবাবা আমি ভাবলাম শুনছেন, সামনে বসে আছেন ঠায়!"

"খারাপ কিছু লাগছে না।"

"সত্যি বলছেন! খারাপ লাগছে না?"....

"ওও, আপনারও নেক্সট মান্থে হোল বডি চেক আপ আছে?"

"তাহলে তো আপনি বুঝবেন। বেদনার বালুচরে কত না চোরাবালি লুকিয়ে আছে।"

"বেশ, খারাপ যখন লাগছে না, আসুন গল্প করি।"

সেই ইস্কুল লাইফ থেকে কি সাপোর্টটাই না দিয়েছে।

সে ধরুন, মনিটরের হেব্বি রাগ জমা আছে, টিফিন ব্রেকে ফুটবল ম্যাচে পরপর হেরে গিয়ে খেপচুরিয়াস হয়েছিল। তাই সামান্য কথা বলার অপরাধে খাতায় নাম তুলে দিয়েছে। পর

পর দুদিন। সেই একই পুন্যবাবুর ক্লাসে। স্যার দুদিনের রাগ একদিনে ঝাড়লেন। টানা একটা ক্লাস নিলডাউন হয়ে কাটলো।

নিলডাউনের আবার রকমফের ছিল অনেক, জানেন তো?

কোন সময়ে মাটিতে হাটু গেড়ে বসে পড়ে দুহাতে দুটো কান ধরে থাকা। হাত দুটো, কান পাকড়ানো অবস্থায়, সমকোনো দুকাধের দুপাশে বিস্তৃত থাকবে। নীচে নামালে চলবে না। অনেক সময় কেউ কেউ লজ্জা পেয়ে আবার কেউ কেউ বাদরামি করেই কড়ে আঙুলের ডগা দুটো দিয়ে আলগোছে কানের লতিদুটো টাচ করে থাকতো। হাতদুটো পাজর ঘেষে তলায় কোমরের দিকে চলে আসতো। মানে ঐ নিলডাউন হওয়াও হলো, আবার খুব একটা আলাদা করে চোখেও পড়লো না, এমন একটা ভাব।

আবার কখনো কখনো, হাফ চেয়ার হয়ে বসে নিলডাউনের প্রি-ফেজে অবস্থান করতে হতো।

সেক্ষত্রে অপরাধের মাত্রাটা একটু হাইফাই গোছের।

হয়তো রীতিমতো হাতাহাতি হয়েছে বা বইয়ের মলাট ছিড়ে তিনটুকরো করেছে। কিংবা সদ্য শেখা দুটো গালাগালির প্রয়োগ করা হয়েছে একটু বেশি মাত্রায়, তখন এইরকম চেয়ার সেজে বসতে হয়েছে কতবার। তবে হ্যা, চেয়ার হয়ে হাফ বসা অবস্থায়ও কান ছাড়া চলবে না।

নিলডাউন কখনো হতো ক্লাসরুমের মধ্যেই, ফারসট বেঞ্চ আর দরজার মাঝখানের ফাকা জায়গাটায়। সেইসব ক্লাসের স্যার বা দিদিমনিরা হয়তো একটু নরমপন্থী হতেন।

মধ্যপন্থীরা ক্লাসের বাইরে নিলডাউন করাতেন।

মানে মনিটরের কানভাঙচি শুনে তারা বিচারশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যে, এইসব পাষন্ডগুলোর ক্লাসে থাকার অধিকার টেম্পোরারিলি কেড়ে নেওয়া হলো।

প্যাটার্ন যাই হোক না কেন, ঐ হাটু গেড়ে বসা কি মুখের কথা। সেই কাজে এই দুটো হাটুর অবদান কোন নেমকহারাম ভুলতে পারে বলুন তো? আর সেই সাজোয়ান মালাইচাকি দুটো যখন উঠতে বসতে ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ ছাড়ে, মনে হয় সাইলক একপাউন্ড করে লিভারের মাংস কেটে নিচ্ছে নিজের হাতে।

কখনো কখনো গনহারে নিলডাইন হতো। অর্থাৎ সেইসব কেসগুলো জন্ডিস পাকিয়ে যেত। একসঙ্গে পাচসাত জন রুলটানা লাইনের মতো ঠায় হাটু গেড়ে বসে বা চেয়ার হয়ে দাড়িয়ে। এমন দৃশ্যপট মাঝেমাঝেই লম্বা বারান্দা বরাবর তৈরী হতো বৈকি।

স্কুলে ছিলেন নগেন বাবু।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গোস্বামি।

ভূগোল পড়াতেন। আর তার ফাকে ফাকে, ক্লাসের মাঝে দাড়িয়েই অ্যাডভার্টাইসমেন্ট দিতেন, একশ' দশ টাকায়, তিনটে সাবজেক্ট পড়ানোর। ভূগোল, ইতিহাস আর বাংলা ব্যাকরণ।

হেন একজন ব্যাক্তির অপভ্রংশ করে নাম দেওয়া হলো' নাগিনা'। কি ভয়ঙ্কর না? নামকরনের কৃতিত্ব ছিল অধুনা ক্যালিফোর্নিয়া প্রবাসী রাজুর, রাজেন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্যের। বলাবাহুল্য এই তথ্য যেদিন ঐ নাগিনার জ্ঞাতার্থে আসে, সেদিন রাজুর কপালে অশেষ দুঃখ লেখা ছিল।

শুধু কি তাই? একদিন আবার এক কান্ড ঘটেছিল। তপোব্রত আর আমি শ্রীদেবির ঐ' ম্যায় তেরি দুশমন' নাচের, একটা দু'হাত তুলে নাগিন ভঙ্গিমার পোস্টকার্ড সাইজের ছবি এনে স্যারের চেয়ারের ওপর আলতো করে রেখে দিয়েছিলাম। যাতে ক্লাসে ঢুকে বসতে গেলেই চোখে পড়ে।

'নাগিনা' দেখেশুনে খেপচুরিয়াস। তপা পারেনি, কনুইদুটোয় ডাস্টারের বাড়ি খেয়ে ছালা উঠে গেছিল। আমি আমার লৌহকঠিন হাটুর ভরসায় পগারপাড় হয়েছিলাম। দুদিন পরে

অবশ্য বাড়িতে যা জুটেছিল, সে অন্য কাহিনী, আরেকদিন বলা যাবে।

সেইসময় হঠাৎ করেই, মমতা কুলকার্নি নাম্নী এক স্বপ্নসুন্দরীর উদয় হলো সিলভার স্ক্রিনে। হেব্বি হিট। যতো না অভিনয়গুনে, ততোধিক স্বল্পবসনা হয়ে ফটোশেসনের কৃতিত্বে। যাই হোক এবার আরেক কান্ড। বুদ্ধি ছিল আমার আর কুনালের। হাতেকলমে কাজটা উঠিয়েছিল বিরূপাক্ষ। আমরা সেইসময়টাতে কয়েক সপ্তাহের জন্য জোড়ায় জোড়ায় নাগাড়ে নিলডাউন হচ্ছি। ফলে টারগেট হয়েই ছিলাম।

ভালোমানুষের পো বিরূপাক্ষ, পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে একটা মমতা কুলকার্নির ছবি এনে ঐ একই ভাবে চেয়ারে পেতে রাখবে বলে ফন্দি করা হলো। টারগেট এবারে অভ্র বিশ্বাস স্যার। সদ্য জয়েন করেছেন, দারুন লাইফ সায়েন্স পড়ান। শুধু একটু উঠতি হিরোদের মতো ফাটবাজ।

সবই ঠিক ছিল। শুধু ওস্তাদ বিরু, ছবি পেতে রেখেই খান্ত হলো না। ছবিটাকে আবার দু' টুকরো করে একটা টুকরো চেয়ারে, আরেকটা মনিটরের ব্যাগের নীচে রেখে দিল। ধরা পড়লে যাতে মনিটর সুমন কেস খায়।

হতে হতেও হলো না। সেই দুর্ভাগা আমরাই ধরা পড়লাম। পরিশেষে টানা তিনটে পিরিয়ড, হাটু ভেঙে নিলডাউন, আর পিঠে অন্তত কুড়ি, পচিশটা বেতের বাড়ি।

সে এক হেপাটাইটিস-বি কেস। কেলেঙ্কারির একশেষ।

আমরা চমকে গেছিলাম যে, অমন সুন্দর 'অনিল কাপুর' টাইপ মানুষটা এতটা বদলে গিয়ে ঐরকম 'গুলশন গ্রোভার' টাইপ হয়ে গেল কেন হঠাৎ সেদিন!

যাই হোক সেই টানা চেয়ার সেজে বসা বা দাড়ানোর ঝক্কি কিন্তু এই লোহামাফিক হাটু দুটোই সামলে দিয়েছিল।

পরে অবশ্য খবর প্রকাশ্যে এসেছিল, মানে আমাদের খুফিয়া সোর্শ জানিয়েছিল, ছবি রাখায় যত না অপরাধ করেছিলাম, ঐ ছবি ছিড়ে দু'টুকরো করাটা নাকি নতুন স্যার মেনে নিতে পারেননি। মধ্যপন্থী থেকে চরমপন্থী রূপধারন করার সেটাই নাকি মূল কারন।

যাই হোক অনেক ঘটন-অঘটনের সাক্ষী এই দুটো চাকতি।

তবে দিনগুলোর শেষে, খেয়াল করতাম হাটুর মতোই জোর ছড়িয়ে পড়তো, সারা শরীরে, চিত্তে, মননে, চিন্তাচেতনায়। ঋজু ভঙ্গিতে লড়াই দেওয়ার মানসিকতায়।

তাই আজকাল সুদর্শন কিঞ্চিৎ মুষড়ে থাকে। হাটু দুটো নড়বড়ে হচ্ছে বলে যখনি মনে হয়, মনে হয় এবার আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতেও ফাটল ধরবে। বেশ অনেকটা পথ হাটা হলো। আরোও কতটা হাটা কপালে আছে কে জানে। রান তুলছে এখনো। গোলও দিয়েছে অপোনেন্টের জালে কয়েকটা, কিন্তু যেদিন নিজে মোক্ষম গোলখানা খাবে? সেদিন, তখন?

জীবন তো আস্তে আস্তে নিলডাউন হতে শেখাচ্ছে।

শুধু নিলডাউন শেষে আবার উঠে দাড়ানোটা শেষতক করা যাবে কিনা, সেটাই বড় কঠিন কৌতুহল।

বাস্তুশাস্ত্র

পণ্ডিত কুমার শাস্ত্রি

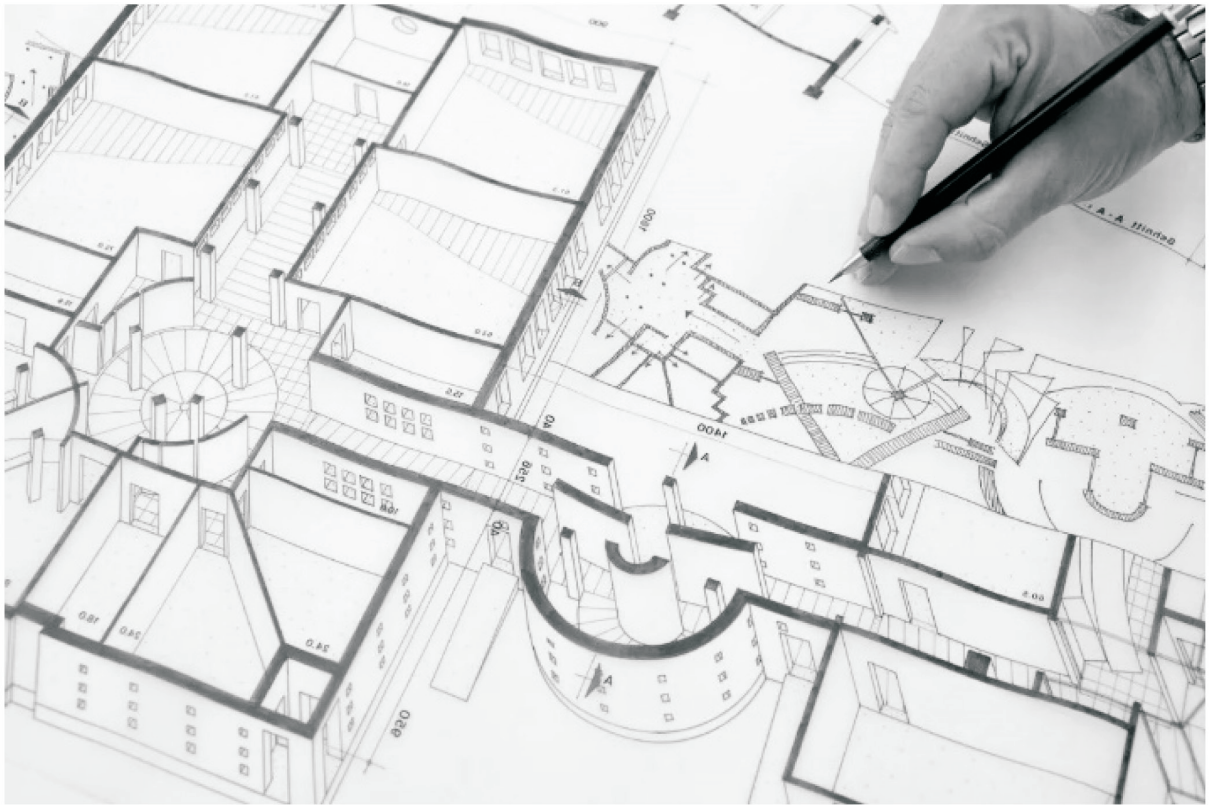

বস্তু থেকে বাস্তু শব্দটি এসেছে। পৃথিবীতে সৃষ্ট হওয়া সমস্ত কিছুই বস্তু বিশেষ। পরবর্তীকালে 'মায়ামতম্', 'মানসার' শাস্ত্রে বাস্তু ' বস' অর্থাৎ বাসস্থান | বসতবাড়ি বা বাসস্থানের জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর বাস্তু- নামটি বিভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাভারতে' কৃষ্ণের বাসস্থান সমন্ধে ব্যাখ্যার সময় বাস্তুশব্দটি দেখা গেছে। নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিষয়বস্তু, তাল, লয়, আলোক সজ্জা, শাক্ত মতে দেব-দেবীর পূজনীয় জাযগা বিশেষ, বৈষ্ণব মতে দশাবতার যে স্থানে অসুর নিধন হয়েছিল ও সেই জায়গা বিশেষের পরবর্তী প্রভাব, বিশেষ করে বামন অবতার ও তার ব্যাখ্যার সময় অঞ্চল বা ক্ষেত্রবিশেষ, শৈব মতে যে বিশেষ স্থানে অনুশীলনের মাধ্যমে কার্যকলাপের উন্নতি সাধন হয় ও পরবর্তিতে স্থানটি উন্নত হয়, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও 'বাস্তু ' শব্দটি উল্লেখ আছে ও বাস্তুর সমন্ধে ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের সঙ্গে বাস্তুর কিছু মিল দেখানো হয়েছে। তারপর থেকেই বাস্তুশাস্ত্র ধীরে ধীরে, খ্যাতি লাভ করে।

পারিবারিক, মানসিক, আর্থিক, শারীরিক, দাম্পত্য সুখ ও শান্তি দেখা যায় ভাল বাস্তু হলে। সেই সঙ্গে হতাশা, রাগ, বিবাহগত সমস্যা, কাজে সমস্যা, রোগভোগ, অবসাদ, দুর্ঘটনা, অশান্তি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কম করার জন্য বাস্তু ঠিক করা হয়। বাস্তু দেখার জন্য কমপক্ষে দশটা পদ্ধতি অবলম্বন করে বাস্তুর মান মির্ণয় করার পদ্ধতি চালু আছে।

যেমন

①দেশীয় বিচার

② আঞ্চলিক বিচার

③ ক্ষোত্রজ বিচার

④ ভূমিজ বিচার

⑤আলোক ভিচার

আবহাওযাগত বিবার

দ্বার বিচার

যাঁর (প্রবেশ দ্বার সামন্দীয়)

⑤ গৃহবস্থানগত বিচার

⑨ রঙ্গজ বিচার (বড় বিচার)

বস্তুগত বিচার

ক) ঠিক বলাবল বিচার (ঘরের সোত্রফল অনুসারে)

এছাড়াও যে সব বিষয়ে দেখাক কর্তব্য

① গৃহবার্তার বা মালিকের নাম ও জন্মসময় অনুসারে বস্তুর শুভাক্ষ

নির্ম্য করা

② রাশিচক্র অনুসারে বাস্তুর গুরুত্ব নির্ণয়।

③ প্রশ্নানুসারে শুভাশুভ বিচাট্য,

④ স্থিতি ও পরিস্থিতিগত বিচার।

অনুটা আকে সাঃগৃহিত -

মনুসাহিতা

বিষ্ণু পুরান,

অর্থটবেদ,

শৈব পুরান,

শাক্ষ পুরান,

মরামতা শাস্ত্র, থাকে।

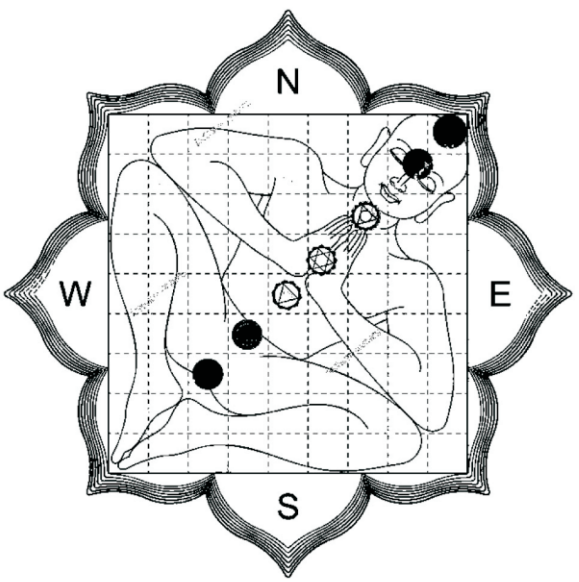

With best compliments from :

ANIL KISHORE VISH

Drawing Competition on 10/10/2024

1st Ivanshi Dhara

3rd Arpita Roy

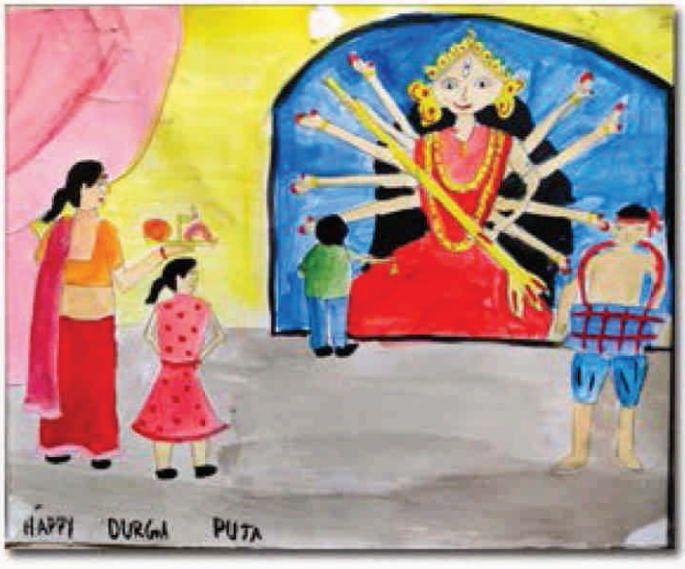

2nd Aditi

আমাদের এই স্মরণিকার জন্য ছবি এঁকে পাঠিয়েছে
ডন বস্কো স্কুলের ছ'বছরের সমাদর্শী আচার্য
আর ডিপিএস নিউটাউনের বারো বছরের সমাদৃতা সরখেল

রেয়াশা সর্দার

With best compliments from :

EMDEE DIGITRONICS PVT. LTD.

সম্পত্তি

সন্দীপ রায়

Electric Bill টা দেখেছিস, আজকে দিল এত বেশি এসেছে, আবার রেট বাড়াল। ব্যাঙ্কের Interest বাড়ছে না, এদিকে সব খরচা বেড়ে চলেছে। কি করে চলবে বলত্ অভীক? এক নিশ্বাসে কথা গুলো বলে গেল সদ্য Senior Citizen এর তাকমা পাওয়া পালদা।

রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা বসে মাঠের পাশের চায়ের দোকানের বেঞ্চে। পালদার দুশ্চিন্তায় অভীক মিটমিট্ করে হাসছিল।

তুই হাসছিস? তোর কত এসেছে? তোর আর কি, সংসার তো Double Engine এ চালাচ্ছিস। বুঝবি অবসর নেবার পর।

আরে না না দাদা তার জন্য নয়। তুমি বোধহয় আমার বাড়ীর ছাদের দিকে অনেক দিন তাকাও নি।

হচ্ছিল কথা Electric বিল নিয়ে, আমাকে ছাদের গল্প দিচ্ছে। কি ব্যাপার বলত?

দাদা তুমি এক কাজ কর, কাল রবিবার সকালের বাজার টা সেরে সাড়ে দশটা নাগাদ আমার বাড়ি এসো। ভালো চা এনেছি সিকিম থেকে, First Cut, premium quality সঙ্গে Prawn পাপড়, বৌবাজারের চিনা পট্টি থেকে আনা।

পরের দিন সকালে ঠিক সাড়ে দশটায় পালদা পৌঁছে গেল অভীকের বাড়িতে।

Good morning, এসো এসো দাদা একেবারে ঠিক সময়ে এসেছো। এই শুনছ পালদার জন্য ও চা বানাবে, No Sugar.

কিছুক্ষণ পর মৌ তিন কাপ চা আর Prawn পাপড় ভাজা ট্রেতে নিয়ে এসে আড্ডায় বসল।

চা শেষ করেই পালদা উষখুস করতে লাগল। চায়ের আড্ডার টানে তো আসেনি। মনে বড় কৌতূহল, কি এমন করেছে অভীক যে Electric bill নিয়ে কোনো Tension নেই। ও তো এত হাত খোলা নয়। চল্ অভীক তোদের ছাদে যাই, দেখি কি যাদু কাঠি দেখাবি। হ্যাঁ দাদা চল।

অভীক আর পালদা ছাদে পৌঁছে গেল।

এই দেখ এইগুলো Solar Panel.

সূর্যের আলো পড়লে Solar Panel থেকে

Electricity তৈরী হয়।

এটা হচ্ছে Solar Inverter বা Power Controlling Unit. Solar Panel থেকে DC Electricity তৈরি হয়। সূর্যরশ্মির

কমা বাড়ার ওপর নির্ভর করে Electricity Generation কম-বেশি হতে থাকে।

Solar inverter এই DC Power কে আমাদের বাড়িতে ব্যবহার যোগ্য AC Electricity তে পরিবর্তন করে। দিনের বেলায় সৌরবিদ্যুৎ তৈরি হয়। আমার বাড়ীর সব কিছু চলে। বাড়ীর জলের পাম্প, এয়ার কন্ডিশন সব চলে।

মেঘলা দিনে কি হয়?

আমার চাহিদার তুলনায় সৌরবিদ্যুৎ তৈরি কম হলে, ঘাটতি টা Grid (Electricity Supplied by Power Distribution Company) থেকে নিয়ে নেয়। যখন দিনের বেলা Electrical Gadgets যেমন AC, Gyeser ইত্যাদি ব্যবহার করি না, তখন সৌরবিদ্যুৎ আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ Electric Supply Company কে বিক্রী করি। Solar Plant সম্পূর্ণ অটোমেটিক। বেড়াতে গেলেও আমরা চালিয়ে যাই। পুরো সৌরবিদ্যুৎ Export হয়।

কি বলছিস, বিক্রী করিস? এ আবার হয় নাকি? Electric Supply Company আবার দাম দেবে।

হ্যাঁ গো দাদা, দেয়। তবে ক্যাশ দেয় না। আমার যে Electric বিল আসে তার সঙ্গে Adjust করে দেয়।

তার মানে বলছিস কখনো তুই Grid থেকে Electricity Import করবি আবার কখনো Export করবি, তোর ইচ্ছা বা দরকার মত। কিন্তু কি করে হিসাব করিস? খেয়াল করিস কি করে কখন Grid থেকে Power নিচ্ছিস আর কখন দিচ্ছিস?

আমাদের কিচ্ছু করতে হয় না। সব অটোমেটিক হয়। এরজন্য Electric Supply Company বাড়িতে লাগানো Electric Meter পরিবর্তন করে একটা Export-Import Meter বা Net Meter লাগিয়ে দিয়েছে। মাসের শেষে সেইমত বিল আসে। এই দেখ আমার বিল। আর শোনো Solar Power Plant লাগাবার জন্য কম Interest এ ব্যাঙ্ক থেকে কোনো Security ছাড়াই লোন দিচ্ছে। আমি অবশ্য লোন নিইনি। নিজের টাকাতেই করেছি। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে যে Interest পাবো, তার থেকে অনেক বেশি আমার Electric Bill থেকে সাশ্রয় হচ্ছে। এখন সরকার থেকে Solar Plant লাগালে ভালো ভর্তুকি দিচ্ছে। মোটামুটি তিন থেকে চার বছরের মধ্যে আমার টাকা উঠে যাবে। Electric unit এর দাম বাড়লেও আমার বাজেটে কোনো আচড় কাটবে না। এই Solar Power Plant আমকে পচিশ বছর ধরে বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ দিয়ে যাবে।

তুই আমার চোখ খুলে দিলি অভীক। আমিও এই Inflation proof renewable Energy তে Invest করবো আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ বান্ধব সম্পত্তি রেখে যাবো।

শান্তি নিবাস

দুলাল চক্রবর্তী

মেয়েদের হোস্টেল। বাইরের ঘর। একটা তক্তপোষ, খান কতক চেয়ার। বাড়ির মালিক, একজন আবাসিকও বটে। চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সকাল নটা সাড়ে নটা হবে ভেতর থেকে একে একে মেয়েরা প্রবেশ করে।

অন্বেষা: মাসি, রান্না হল? তোমাকে বললাম আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। প্রথম পিরিয়ড টা খুব ইম্পরট্যান্ট, তুমি না---

কাবেরী: না। আজও অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের গাল খেতে হবে। তুমি তো জানো, আমি ব্যাংক কাউন্টারে বসি। তাড়াতাড়ি করো---

তপতী: কিগো মাসি? এখনো রান্না হলো না! তোমাকে তো বলেছি স্কুলে এখন খুব কড়াকড়ি, দেরি হলে চলবে না। হাত চালাও।

মাসি (নেপথ্যে): রান্না তৈরি। তোমরা সব চলে এসো।

(মেয়েরা বেরিয়ে যায়। প্রবেশ করে মালতি)

মালতি: তাড়াতাড়ি এদের খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করো রোজ রোজ এ আর ভালোলাগেনা।

শান্তিদি: আচ্ছা মালতি, তোমার কি মুখের কোন লাগাম নেই? ওদের বিদায় করে তোমার কি লাভ! যাও না, তোমার ঘরে বসে নাম জপ কর।

মালতি: ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তুমি এদের নিয়েই থাকো। কই সুনেত্রাকে তো দেখলাম না। তার বোধায় হাসপাতালে নাইট ডিউটি চলছে।

(মালতি ভেতরে যায়)

শান্তিদি: সব ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান। শুধু সকলের সাথে মানিয়ে চলতে শিখলো না। এই হলো আমাদের শান্তি নিবাস। ভাইঝি অন্বেষা বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসেই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করা অসুবিধে বলে আমার কাছে এসে হাজির হলো। তার পিছন পিছন আরো অনেকে। কেউ চাকরি করে। কেউ স্কুল টিচার। কেউ রেলে চাকরি। কেউ নার্স। কেউ নিঃসন্তান পারিবারিক দেখাশোনার। আমার স্বামী ছিলেন বহরমপুর হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি গত হবার পর আমার পারিবারিক পেনশনার। পুত্র বিদেশে চাকুরী রত।

(বাইরে চিৎকার শোনা যায়)

নেপথ্যে: দিলো দিলো। সব ছুয়ে নোংরা করে আমার কাজ বাড়ালি। আমাকে আবার সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে যা যা ওই দিক দিয়ে যা।

(ধাঙ্গর বউ প্রবেশ করে)

ধাঙ্গর বউ: সব সময় খিচির মিচির। আমি আর তোমার এখানে কাজ করতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও।

শান্তিদি: রাগ করছিস কেন? জানিস তো ওনার একটু ছুঁচিবাই আছে। মানিয়ে নে, বোন। উনি যখন বাইরে দিয়ে যেতে বলছেন তখন তাই যা না।

(ধাঙ্গর বউ গজঘট গজল করতে করতে চলে যায়। মেয়েরা প্রবেশ করে।)

তপতি: কাকিমা, আজ আমাদের আসতে দেরি হবে। সিনেমা দেখে, বাইরে খেয়ে আসবো।

শান্তিদি: বেশি দেরি করিস না। আজ মিটিং এর কথা মনে আছে তো!

অন্বেষা: ঠিক আছে পিসি। সময় মতো চলে আসব।

(সকলে চলে যায়।)

শান্তিদি: ওহ্, একেবারে ঝড় বয়ে গেল। দেখি আবার উনি কি করছেন। রাগ পড়ল কিনা!

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খোলার শব্দ।)

কিরে তুই? হঠাৎ উদয় হলি যে, কি ব্যাপার?

দীপিকা: আমি তো এই রকমই আসি। তবে এবারে ডাক পেয়ে এসেছি। কাবেরী ফোন করে বলল, কিসের একটা মিটিং আছে। তাই চলে এলাম। তা, কখন মিটিং হবে? কারো তো দেখা নেই।

শান্তিদি: ওরা সব আজ সিনেমায় গেছে। খেয়ে দেয়ে আসবে। এবার কিন্তু অনেক দিন পরে এলি। কি ব্যাপার?

দীপিকা: আসলে ভাই পো আসতেই দিতে চায় না। কিন্তু একা মানুষ, জানো তো এক জায়গায় থাকতে ভালো লাগে না। তাই...

শান্তিদি: তাই কি?

দীপিকা: তাই বাউন্ডুলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তাছাড়া তোমার সঙ্গে তো আমার রক্তের সম্পর্ক। কি বলো?

শান্তিদি: চল। ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবি। তারপর কথা বলা যাবে। তা, এবার কতদিন থাকবি?

দীপিকা: যতদিন মন চাইবে থাকবো। অবশ্য তোমরা তাড়িয়ে দিলে চলে যাব।

শান্তিদি: ওসব বাজে কথা রাখ তো! চল, ভেতরে চল।

(দুজনে ভেতরে যায়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়, মাসি আসে।)

মাসি: এখন আবার কে এলো?

(দরজা খোলে। মেয়েরা প্রবেশ করে।)

কি গো! এত সকাল সকাল চলে এলে? সিনেমা যাওনি?

কাবেরী: না গো মাসি। টিকিট পাইনি। তাই বাড়ি চলে এলাম। রাতে আমরা বাড়িতেই খাব। আমাদের জন্য রান্না কর।

মাসি: ঠিক আছে। ভেতরে গিয়ে দেখো, কে এসেছে। তোমাদের ওপর খুব রেগে গেছে।

অন্বেষা: কে এসেছে মাসি?

মাসি: যাও না, ভেতরে গেলেই দেখতে পাবে।

(সবাই ভেতরে যায়, মাসি দরজা বন্ধ করে।)

সভা:

তপতী: সভা শুরু হোক। সভাপতি শান্তিদি।

শান্তিদি: আজকের সভার বিষয় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নির্ধারণ।

মালতি: প্রথমে আমি বলি, আমি একটা গান গাইবো।

কাবেরী: কি গান? কীর্তন?

মালতি: রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্র সংগীত গাইবো। শুনবে?

কাবেরী: হরি হে দীনবন্ধু তুমি আমারও বন্ধু মালতিদীরও বন্ধু।

মালতি: দেখলে তো শান্তিদি। এখন আর আমি তোমাদের সভায় থাকবো না। তোমরা যা হয় কর।

(মালতি উঠে পড়ে কাবেরী হাত ধরে বসায়।)

কাবেরী: আরে বোসো বোসো, আমি আসলে ভুল বলে ফেলেছি হবে বাবারও বন্ধু।

শান্তিদি: কাবেরী, সবসময় ইয়ার্কি নয়, বি সিরিয়াস, মালতি বোসো। (মালতি বসে।) শোনো প্রথমে আমি দু-চার কথা বলব তারপর আবৃত্তি করবে দীপিকা। কবিতা তুমি ঠিক করবে, গান গাইবে তপতী সঙ্গে নাচবে অন্বেষা।

কাবেরী: মাসি, একবার এসো। (মাসি আসে) মাসি, আমাদের জন্য সিঙ্গারা আর তেলে ভাজা নিয়ে এসো। এই নাও। (টাকা মাসিকে টাকা দেয় মাসি চলে যায়।) আর গান গাইবে মালতিদি, সকলে মুচকি হাসে।

তপতী: একজন তবলচি ঠিক করতে হবে দায়িত্বে দীপিকাদি (হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একটা ছেলে ছুটে প্রবেশ করে।)

সকলে: কি ব্যাপার? বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে এলে! বেরোও বলছি। নইলে পুলিশে খবর দেবো। বেরোও।

ছেলেটি: (হাত জোড় করে) না, না, বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচান।

মালতি: এক্ষুনি বেরোও। নইলে ঝাঁটা পেটা করে বের করে দেব। এটা মেয়েদের হোস্টেল। এখানে ঢুকেছো কোন সাহসে?

ছেলেটি: আমাকে বাঁচান, ওরা আমাকে তাড়া করেছে।

মালতি: কারা তাড়া করেছে?

ছেলেটি: বলছি, বলছি, আমাকে অন্তত কিছুক্ষণ এখানে থাকতে দিন। তারপর আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাব।

শান্তিদি: তোমার নাম কি?

ছেলেটি: আজ্ঞে, আমার নাম সুনীল দাস।

(দরজায় ধাক্কা।)

শান্তিদি: কে? মাসি?

পুলিশ: দরজা খুলুন। আমরা পুলিশের লোক।

ছেলেটি: মাসিমা (পা জড়িয়ে ধরে) আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন না আপনাদের এখানে সুভদ্রা নামে কেউ থাকে? তাকে একটু ডাকুন না।

শান্তিদি: সে এখন নেই। ঠিক আছে। তুমি পাশের স্টোররুমে যাও। চুপ করে থাকবে। অন্বেষা, দরজাটা বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে দে।

(দরজা খোলে)

পুলিশ অফিসার: এখানে একটা ছেলে এখনই ঢুকেছে। বাইরে অন্ধকার। কোথায় যে পালালো, দেখতে পেলাম না।

শান্তিদি: না, না, এখানে কেউ আসে নি। আমরা নিজেরা একটা মিটিং করছি।

পুলিশ অফিসার: ঠিক আছে। যদি কেউ ঢোকে, থানায় খবর দেবেন। চলি।

(চলে যায়)

(কড়া নাড়ার শব্দ।)

মাসি: (নেপথ্যে) দরজা খোলো। আমি এসে গেছি।

(প্রবেশ করে) কি হলো? বাড়িতে পুলিশ এসেছিল কেন?

মালতি: বলছি। তার আগে বল দরজাটা হাট করে খুলে রেখে গিয়েছিলে কেন?

মাসি: ও হো হো হো, ভুল হয়ে গেছে।

তপতী: একটা ছেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। স্টোর রুমে আটকে রেখেছি। তোমার নাম বলছিল দেখতো চিনতে পারো কিনা? অন্বেষা স্টোর রুমের দরজা খুলে দে।

(দরজা খুলে দিলে ছেলেটি বাইরে আসে)

ছেলেটি: মা, আমি।

শান্তিদি: মাসি! এ তোমার ছেলে?

মাসি: হ্যাঁ। ও তো আমারই ছেলে। কি হয়েছে বাবা বল।

ছেলেটি: কারখানা থেকে হেঁটে ফিরছি। রাস্তার আলো জ্বলছে না। দেখি অন্ধকারে একটা ছেলে, একটা মেয়ের ব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছে। আমি ওর পেছনে ছুটে গিয়ে ওর কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিই। মেয়েটাকে ব্যাগটা ফেরত দিয়েছি এমন সময় পুলিশ এসে গেল ছেলেটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমিও ভয়ে ছুটতে ছুটতে এই বাড়িতে এসে ঢুকে পড়েছি। কারণ বাড়িটা আমার চেনা। কিন্তু, এরা তো কেউ আমাকে চেনেন না। কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই, তোমার পরিচয় দিইনি। বলুন তো, আমি কি চোর? না অপরাধী?

(মালতি, কাবেরী, সুনীলকে ধরে তক্তাপোষের উপর তুলে দেয় সকলে ওকে ঘিরে ধরে।)

সকলে সমস্বরে বলতে থাকে, "থ্রি চিয়ার্স ফর সুনীল দাস হিপ হিপ হুররে হিপ হিপ হুররে।

(সকলে স্থির হয়ে যায়। আলো নেভে।)

ঘুরে এলাম "আদি কৈলাস"

ভারতী ভট্টাচার্য

"চরৈবতি, চরৈবতি" – এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই নিত্য চরে বেড়ানোর আদর্শকে সামনে রেখেই গত ১৩ই অক্টোবর, ২০২৪, শুভ বিজয়া দশমীতে বেরিয়ে পড়লাম মহাশৈবতীর্থ আদি কৈলাস পর্বত দর্শনের উদ্দেশ্যে।

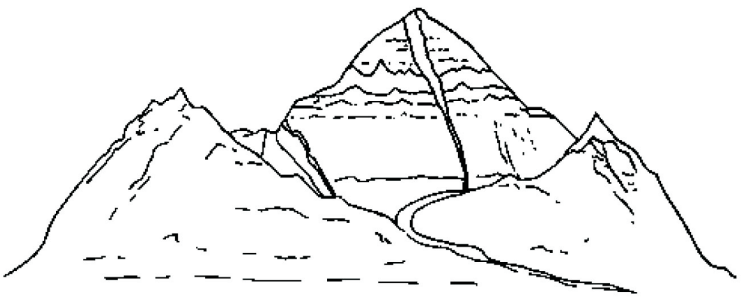

আমরা দলে ছিলাম পাঁচজন। আমি আর আমার স্বামী, আর দু জনের একটি পরিবার ও সাথে একজন পথপ্রদর্শক। আমরা ১৩ই অক্টোবর দুপুরে রাজধানী তে রওনা দিয়ে ১৪ই অক্টোবর সকাল ১০টা নাগাদ পৌঁছলাম রাজধানী দিল্লিতে। সেদিন ছিল আমাদের দিল্লিতে রাত্রিবাস।

১৫ই অক্টোবর ভোরবেলায় রওনা দিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম কাঠগোদাম। সেখান থেকে গাড়ীতে চললাম নৈনিতাল ছাড়িয়ে ভীমতাল লেকের পাশ দিয়ে সাততাল, উঠলাম কুমায়ন মন্ডল বিকাশ নিগমের হোটেলে। এবার শুরু হলো "height acclimatisation"- এর পালা। সাততাল সমুদ্র – পৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। আবহাওয়ার সাথে ধীরে ধীরে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমরা প্রায় তিন কিমি ট্রেক করে গেলাম একটা ঝর্নার উৎস দর্শনের উদ্দ্যেশে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের সমবেত গুঞ্জন, নানা পাখির কলকাকলি শুনতে শুনতে আমরা সরু জংলা পাহাড়ি রাস্তায় চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই গাছের গুঁড়ি পথ আটকে দিয়েছে, কখনও নিচু হয়ে, কখনও লাফিয়ে, সেই গাছগুলো পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম ঝর্নার উৎস উমনা লেকে।

পরের দিন ১৬ই অক্টোবর যাত্রা শুরু হলো পিথোরাগরের দিকে। পিথোরাগরের দূরত্ব ১৭০কিমি হলেও উচ্চতা প্রায় ৫৩৩৮ ফিট, যেখানে ধারাচুলার দূরত্ব ৩৪০কিমি ও উচ্চতা ৩০৮৩ ফিট, তাই ধারাচুলা- তে না থেকে আমরা পিথোরাগরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যাবার সময় আমরা দেখে নিলাম কাঁইচি ধাম বা নিম করলি বাবা আশ্রম, গোলু দেবতা মন্দির, জাগীশ্বর মন্দির।

জাগীশ্বর মন্দির আলমোড়া জেলায় অবস্থিত একটি শৈব হিন্দু তীর্থ। এটি ১২৫টি ছোট বড় নানা দেব দেবীর পাথরের মন্দিরের সমারোহ। দ্বাদশ জ্যোতিরলিঙ্গের অষ্টম জ্যোতিরলিঙ্গটি এখানে বিদ্যমান।

গোলু দেবতা মন্দিরটি অতি অভিনব, এটি ছোট বড় নানা ধরনের ঘণ্টা ও ভক্তদের ঈশ্বরের কাছে মনকামনা জানানোর সাদা কাগজের আবেদন লিপিতে ঢাকা।

নিম করলি বাবার মন্দির অতি আধুনিক, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত, যদিও গঠনপ্রণালী অসাধারণ।

১৭ই অক্টোবর আমাদের যাত্রা শুরু হলো ধারাচুলার পথে। ধারাচুলা হলো আদি কৈলাস- এর সদর দরজা। ওখানেচ আমাদের মেডিকেল টেস্ট-এর রিপোর্ট দেখে মিলিটারি পারমিশন পেলাম চার দিনের আদি কৈলাস ও ওম পর্বত দর্শনের জন্য।

ধারাচুলাতে গাড়ি বদলে আমাদের পাহাড়ী রাস্তার উপযুক্ত গাড়ীতে উঠতে হলো। অত্যন্ত পাথুরে ও ধ্বসপ্রবণ রাস্তায় এজাতীয় গাড়ী ছাড়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব। পারমিশন পাওয়ার পরে আর একটুও সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা দিলাম "ব্যাস ভ্যালি"-র উদ্দ্যেশে। ধারাচুলা থেকে যদিও দূরত্ব ৭৫ কিমি কিন্তু এই পথ পেরোতে আমাদের বিকেল গড়িয়ে গেল। পথে নয়নমনোহর পাহাড়ের দৃশ্যাবলি মন আচ্ছন্ন করে রাখে, সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়! এক পাশে খাড়া পাহাড় আর একদিকে কালী নদী যার ওপারে নেপাল সীমান্ত.. পথের বাঁকে বাঁকে নানা রকম ভঙ্গির নাম না জানা ঝর্না পথের উপর, গাড়ির উপর লাফিয়ে নামছে... সে দৃশ্য সত্যিই অবর্ণনীয়। বিকেল ৩টে নাগাদ আমরা পৌঁছলাম তাওয়াঘাট.. যেখান থেকে রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, একটা রাস্তা যায় দারমা ভ্যালির দিকে আর অন্যটা চলেছে ব্যাস ভ্যালির দিকে। দারমা ভ্যালিতে পঞ্চুচুল্লি বেস ক্যাম্প আর ব্যাস ভ্যালিতে আদি কৈলাস।

ব্যাস ভ্যালির দিকে গাড়ী এগোনোর সাথে সাথেই চারিদিকের গাছপালা ও ভূমিরূপ বদলে গেল পলকে। সাথে উষ্ণতার পারদও নিম্নমুখী হতে থাকল, পাল্লা দিয়ে রাস্তাও খারাপ থাকে খারাপতর হতে থাকল। মাথার ওপর তুষারাবৃত পাহাড় উঁকি দিতে শুরু করলো.. শুরু হলো টিপ টিপ বৃষ্টি, গাড়ী এসে দাঁড়ালো ব্যাস ভ্যালির প্রথম গ্রাম "বুধি " তে। একটি ছোট চা পানের বিরতি নেওয়া হলো, দেখলাম বৃষ্টির জল গাড়ীর মাথায় বরফের কুচিতে পরিণত হয়েছে। এই সময়েই আমরা প্রথম বরফ ঢাকা হিমালয়ের নানা শৃঙ্গের দর্শন পেলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের রাত্রি যাপনের গ্রাম "নেপালচু"-তে। এইপথেও আমাদের সবসময়ের সঙ্গী হয়ে রইলো কালী গঙ্গা নদী, যার উৎস হলো ব্যাস ভ্যালির কালাপানি নামক জায়গা, যেটি মা কালীর মন্দিরের জন্যও বিখ্যাত। কথিত আছে কালাপানিতেই বিশাল উঁচুতে অবস্থিত একটি গিরি গুহাতে (নিচ থেকে দৃশ্যমান) ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন।

ব্যাস ভ্যালিতে মোট সাতটি গ্রাম আছে বুধি, নেপালচু, গুঞ্জি, রংকং, কুঠি, নাবী ও গার্বিয়াং। বেশিরভাগ যাত্রীই নাবীতে থাকেন কিন্তু নেপালচু গ্রামে একটু উন্নতমানের সার্ভিস পাওয়া যেতে পারে ভেবে আমরা ওই গ্রামে আশ্রয় নিলাম।

নেপালচু গ্রামের রাত্রিবাসের ঘর দেখে শিহরিত হলাম। বিশাল কাঠের বাড়ির দুটি ছয় শয্যা বিশিষ্ট ঘর আমাদের পাঁচজনের রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট, একটি ঘরের মধ্যে দিয়েই অন্য ঘরে যেতে হয়, ঘরে কোনো জানালা নেই আর কোনো বাথরুম ও নেই। বাইরে প্রাঙ্গণে কমন টয়লেট (কমোড সম্বলিত), কিন্তু স্নানের কোনো ঘর নেই। জল প্রচুর কিন্তু বিদ্যুৎ ও নেট কানেকশন অপ্রতুল। সৌর বিদ্যুতে কিছুক্ষণ আলো জ্বলে মাত্র। মাঝরাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলে অন্ধকারে, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় (-২°C) ঘরের বাইরে যেতে হবে। ভাবতেই বুক কেঁপে উঠলো, কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ ডাকে উঠতে হলই- মধ্যরাতে ভরা পূর্ণিমাতে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ দেখে মন ভরে উঠল।

পরের দিন ১৮ই অক্টোবর ভোর ৬টা তে সামান্য জলখাবার খেয়ে রওনা দিলাম আদি কৈলাসের পথে। সারা পথে তখনও ছড়িয়ে আছে গতরাতের স্নোফলের স্মৃতি। রাস্তা খুবই মসৃণ আর আজ আমাদের চলার সঙ্গী নেপাল সীমান্তের কুটি নদী। পথে মিলিটারী নজরদারি সবসময় আমাদের সন্ত্রস্ত রেখেছিল কিন্তু পাইনি কোনো নেটওয়ার্ক পরিষেবা। এখানে থাকাকালীন তিনদিন আমরা বহির্জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম।

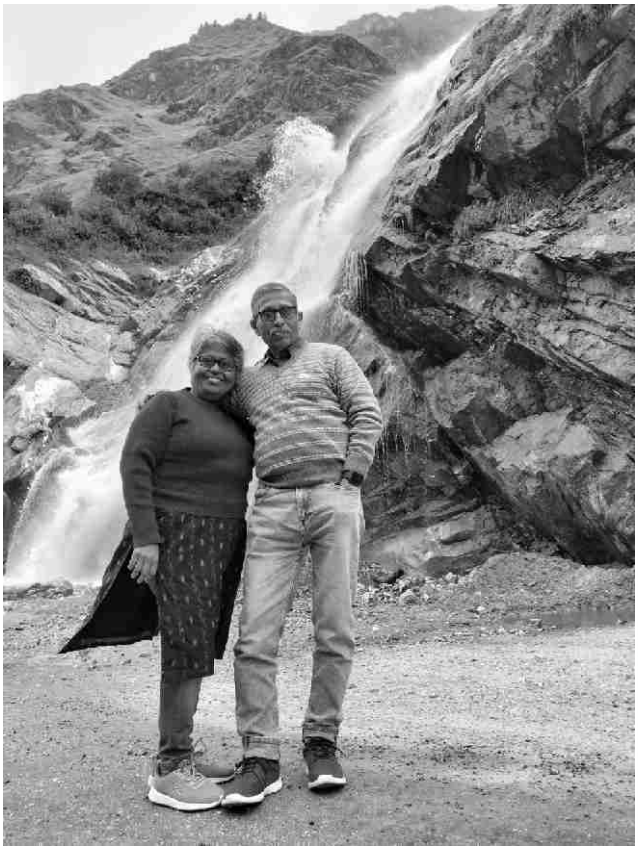

একে একে রংকং, কুটি, নাবী সব গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম জৌলিংকং গ্রামে। এখান থেকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু। প্রথমে যেতে হবে পার্বতী সরোবর আর তার পাড়ে দাঁড়ানো আদি কৈলাস দর্শনে। শারীরিক কারণে আমি ঘোড়াতে উঠলেও আমার চারসঙ্গী হাঁটা পথেই খাড়া চড়াই ভেঙে পার্বতী সরোবরের দিকে রওনা হলেন। আদি কৈলাস আসার পথে একে একে তুষারাবৃত ব্রহ্ম পর্বত, পাণ্ডব পর্বত, পার্বতী মুকুট প্রভৃতি নানা শৃঙ্গ আর সরোবরের ঠিক আগে ভীম কি ক্ষেতি দেখে পার্বতী সরোবরের কাছে পৌঁছলাম। মনে হলো রুপোয় মোড়া আদি কৈলাস পর্বত উল্টানো ত্রিশুল সহ নিথর পার্বতী সরোবরের জলে তার প্রতিচ্ছবি দর্শন করছে। রোদ ঝলমলে আবহাওয়াতে সেই অপূর্ব দৃশ্য মনকে মোহগ্রস্ত করে রাখে।

একে একে আমার অন্যান্য সঙ্গীরা এসে উপস্থিত হলেন। ঘণ্টা খানেক সেখানে সময় কাটানোর পর তিনজন রওয়ানা হল আরও উপরে গৌরীকুণ্ড ও আদি কৈলাসের পাদদেশের দিকে। প্রায় তিন কিমি চড়াই খাড়া দুর্গম রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য, আমি কিছুদূর এগিয়ে আবার জৌলিংকং ফিরে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অন্যান্য সঙ্গীরা ফিরে এলে আমরা দুপুরের খাওয়া ওখানেই সেরে নেপালচু ফেরার পথ ধরলাম।

ফেরার পথে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী রইলাম। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের গাড়ীকে নামিয়ে দেওয়া হলো কুটি নদীর বুকে। সে রাস্তা যেমন দুর্গম তেমনই বিপদসঙ্কুল কিন্তু আমাদের মন ভুলিয়ে রাখলো দুপাশের খাড়াই পাহাড়ের অকল্পনীয় না দেখা দৃশ্যপট। পাহাড়ের উপরে নানা রঙের ঘাস পাতা ও ফুলের বাহার সাথে রঙিন পাথরের সহাবস্থান – মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন তার নিপুণ হাতে সেরা কার্পেট বুনে পেতে দিয়েছে। দুচোখ দিয়ে মনের ক্যামেরাতে সেই অপূর্ব দৃশ্য বন্দী করে ফিরে এলাম নেপালচু। হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে – কারণ পরের দিন ভোরবেলা উঠে রওয়ানা দিতে হবে ওম পর্বতের উদ্দ্যেশে।

১৯শে অক্টোবর ভোর ৫টায় বেড টি খেয়ে গভীর অন্ধকারেই চললাম ওম পর্বতের দিকে। ওম পর্বত যদিও মাত্র ২০ কিমি কিন্তু সেই রাস্তা যেতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কারণ সেখানে রাস্তা বলে কিছুই নেই উপরন্তু পথে রয়েছে ঘনঘন মিলিটারি তদারকি। আসলে ওম পর্বত ভারত ও তিব্বত চিন সীমান্তের একদম কাছে অবস্থিত। পথে নরম সূর্যোদয়ের আলোকে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। বেশি বেলা হলে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ওম পর্বত তখন আর বরফ দিয়ে "ওম " লেখাটা দেখা যায় না। কিন্তু আমরা পার্বতীনাভী আর ওম পর্বত দুচোখ ভরে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে দেখলাম। তারপর ওখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে ফিরে এলাম হোমস্টে।

আমাদের পারমিশন পাওয়ার তিনদিন শেষ হয়ে গেলো এইভাবেই। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম।

With Best Compliments From

SCIENTIFIC TRADERS

Deals in Medicines Drugs & Chemical Equipments

76/9A (229) Rishi Bankim Chandra Road, (Ground Floor)
(Anandam Abasan), Kolkata-700028

with Best Compliments From :

Md. Washimraza

দোষে গুনে দশানন

ড. প্রণব কৃষ্ণ চৌধুরী

শ্রী রামচন্দ্রের জীবনে অনেক দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল এবং সেগুলি রামায়ণ পাঠ করলেই জানা যায়। রাজ্যাভিষেকের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাকে রাজসিংহাসন খোয়াতে হলো। এক রকম তাঁকে অযোধ্যা থেকে বহিষ্কার করা হল। তবে তিনি এতটাই ভদ্র ছিলেন যে তিনি এই অন্যায়ের বিরোধিতা করেননি। তিনি, বনে চলে গেলেন এবং সেখানে ভীষণ কষ্টকর ও সংকটময় জীবন কাটাতে লাগলেন।

একদিন রাবণ সাধুবেশে এসে তার পত্নী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। গভীর অরণ্যে তার প্রিয়তমাকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তাকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়েছে। সেখানকার মানুষদের সংঘবদ্ধ করেছেন। তারপর লংকায় গিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে রাবণকে পরাজিত করে হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু রাম উক্ত কাজটি কিছুতেই সম্পন্ন করে উঠতে পারছিলেন না। রাবণের দশটি মাথা। এক এক করে তার সব গুলি মাথা ছেদন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি মা দুর্গার 'অকালবোধন' করে তাকে খুশি করে রাবণ বধের বর পেলেন। জানা যায় রামের এই দর্গা পুজোয় পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং রাবণ। প্রজাপতি, ব্রহ্মার পরামর্শে রাম রাবণকেই পৌরোহিত্যের প্রস্তাব দেন। রাবণ নিজের মৃত্যুর জন্য পূজায় "রাবণর্শ বধায়ার্থায়..." মন্ত্র উচ্চারণ করে সংকল্প করলেন।

যুদ্ধ জয় করে রাম সরাসরি অযোধ্যায় না গিয়ে হিমালয়ে অগস্ত মনির গুহায় কিছু সময়ের জন্য থাকতে চাইলেন। তিনি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। তিনি এমন একজন ব্যক্তির হত্যা করেছিলেন যিনি ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, শিবের মহান ভক্ত ছিলেন, মহাজ্ঞানী, দয়ালু ও মোহন রাজা ছিলেন। একথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। তার ভাই লক্ষণ বলল, আপনি কি বলছেন! রাবণ আপনার স্ত্রীকে অপহরণ করেছিল। রাম বললেন, কোটি তার বাকি নয়টি মাথার কাজ ছিল। তার নয়টি মাথায় ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি দোষ ছিল।

কিন্তু একটি মাথা এমন ছিল যার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এবং যাতে বিবেক, জ্ঞান, ধার্মিকতা, প্রভৃতি সদগুণ ছিল। আমার ভীষণ অনুতাপ হচ্ছে। পারলে আমি ওর ওই মাথাটি ছেড়ে দিতাম। রাবনকে মারতাম না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। রাবনকে বধ করতে হয়েছে বলে আমার ভীষণ অনুতাপ হচ্ছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হলো যে প্রত্যেক মানুষের দশটির অধিক মাথা আছে। আমাদের মাথায় লোভ আসে। কোন সময় ঈর্ষা আসে। ঘৃণা, কুৎসিত ভাব, হিংসা ও অন্যান্য অবগুণ আসে। আবার কোন সময়ে প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, উদারতা, করুণা, সহমর্মিতা প্রভৃতিও মাথায় আসে। কিংবা একই দিনে উপরোক্ত সব গুলি মাথায় আসতে পারে।

এটুকু বলা যেতে পারে যে আমাদেরও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সেই ভাবে চলতে হবে। যদি কারো মধ্যে কোন দোষত্রুটি দেখতে পায় তাহলে শুধু ভুল ত্রুটি কিভাবে সংশোধন করা যায় সেই বিষয়ে ভাবতে হবে। ওই ব্যক্তির সমালোচনা করে লাভ হবে না। যদি আমরা অন্যের সঙ্গে ভালো আচরণ করি তাহলে আশা করা যায় অন্যেরাও আমাদের সঙ্গে সেই মতো আচরণ করবে।। মানুষ সময় ভেদে বিপরীত ধর্মী আচরণ করতে পারে। তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলোকে লালিত করার। দোষ গুলোকে দূর করে ভালো গুন গুলোকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে হবে।

মানুষের অবগুণ গুলিকেই শুধু দেখা ঠিক না। যদিও অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত মানুষের সবই সুন্দর মনে হয়। বরং যাকে বেশি জানি চিনি তার প্রতি প্রেম ও করুণা বেশি থাকা উচিত। কারণ তার সমস্যাগুলি আমরা জানি। ব্যক্তিটির শতদোষের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সে মানবিক। প্রত্যেক যুক্তিবাদী মানুষ এরকমই হন।

একটি গোলাপ গাছে অসংখ্য কাঁটা থাকে, গোলাপ ফুল গোটা কয়েক থাকে কিন্তু আমরা গোলাপগাছই বলি। এর কারণ আমরা গোলাপের সৌন্দর্যকে অধিক গুরুত্ব দিই। আম গাছে পাতাই বেশি আম হয় কম। কিন্তু আমরা পাতার গাছ না বলে আমগাছই বলি। কারণ আমের মিষ্টি রসকে আমরা খুব পছন্দ করি। ফলটির গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি। তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন? মানুষের মধ্যেও তো আমরা তার গুণকে দেখার চেষ্টা করতে পারি। এমন মানুষ কি আছে যার একটাও গুণ নেই? মানুষের গুণকে প্রাধান্য দিলে সমস্যার অবসান হয়।

হলো না

স্বপনেশ মিত্র

সেই ক্লাস থ্রিতে যখন পড়তাম তখন মাস্টারমশাই এর টেবিলে প্রথম ভূমন্ডল দেখেছিলাম। গোল পৃথিবীটা নাকি ওইভাবে হেলেই ঘুরতে থাকে। ২৪ ঘন্টাই একবার। একদিকে চাঁদ, রাতের রানী। আর একদিকে সূর্য, দিনের রাজা। তারপর বোধহয় নিউজ চ্যানেলে নানা রঙের নানা ঢঙের ভূমন্ডল ঘুরতে দেখেছি অ্যাংকারের পেছনে।

কিন্তু এবার যেন অন্যরকম। যেন কোন মহাকাশযান থেকে দেখছি ভূমন্ডল ধীরে ধীরে ঘুরছে। যার কোন সীমারেখা নির্দেশ নেই। সমুদ্র, বালিয়াড়ি, জঙ্গল, পাহাড় এই হচ্ছে এক একটা বৈচিত্রের ব্যপ্তি। বেশ সুন্দর লাগছে ধীরে ধীরে যেন মহাকাশযানে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর দিকে। আর নাম না জানা, জায়গা গুলো যত বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে তত বেশি সুন্দর লাগছে।

ওমা একি এ যে আমাদের ভারতবর্ষ। তারপর চোঁ করে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লে একটা মানচিত্রে। কিন্তু এ কি রকম মানচিত্র? এমনটা তো কখনো দেখিনি। কেমন যেন অচেনা। ভালো করে ঠাওর করে দেখলাম কিছু কিছু যেন চেনা লাগছে। আর আমি বসে আছি মানচিত্রের পাশে একটা কাঠের সিংহাসনে। ওহো, সিংহাসন নয়, সিংহাসন নয়, এটা হল একটা কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার।

সামনে দেখি দরজায় একজন কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে। রাজা মশাই আসবো? তাহলে আমি রাজা মশাই! বিদায় খুশিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন, আসুন। তিনি এগিয়ে এলেন। আর সমস্যা কি বললেন। মানচিত্রে তার অবস্থান কোথায় সেটাও আমাকে জানিয়ে দিলেন। ও বাবা দেখছি আমার মন্ত্রী মশাইও আছেন। তিনি আমাকে বললেন রাজাবাবু, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ওনাকে বলে দিন। আমিও গত কত চিত্তে বললাম, চলে যান সব কাজ হয়ে যাবে।

আবারও আর একজন, তারপরেও এর একজন, তারও পরে, তারও পরে। সবারই সমস্যা। কেউ কেউ আবার পরামর্শও দিচ্ছেন। আমার মন্ত্রী মশাইটি কিন্তু বেশ। সবার সমস্যা কিভাবে করতে হয় সব বলে দিচ্ছেন। আবার যারা পরামর্শ দিতে আসছেন, তাদের কথাও শুনছেন, যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন। এই মন্ত্রী মশাই তো অনেক কিছু জানেন দেখেছি। ইনি আবার কখনো আমাকে সিংহাসন চ্যুত করবেন না তো!

উনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে বেরোন। নানান জায়গায় নিয়ে যান। আমি অনেক গাল ভরা কথা মঞ্চে উঠে বলি। উনি তাতে মাঝে মাঝে চুপি চুপি কাগজ পাঠিয়ে আমার লাগাম আটকে দেন। আমার কত স্বপ্ন। ইট, কাঠ, পাথরের মাঝে মাঝে সবুজে সবুজে ভরিয়ে তুলবো। জ্বলবে না আগুন, উড়বে না ধোঁয়া। দোকানে দোকানে পাওয়া যাবে ভেষজ সামগ্রী। সবই প্রকৃতির জিনিস। কোন রাসায়নিক জিনিস নয়। বেশ চিন্তা ভাবনায় এগিয়ে চলছিল। হঠাৎ...

বিটকিলে একটা এলার্ম এর শব্দ। শব্দটা আমাকে জানিয়ে দিল এতক্ষণ আমি যা দেখছিলাম সেটা স্বপ্নে দেখছিলাম। ধড় মড়

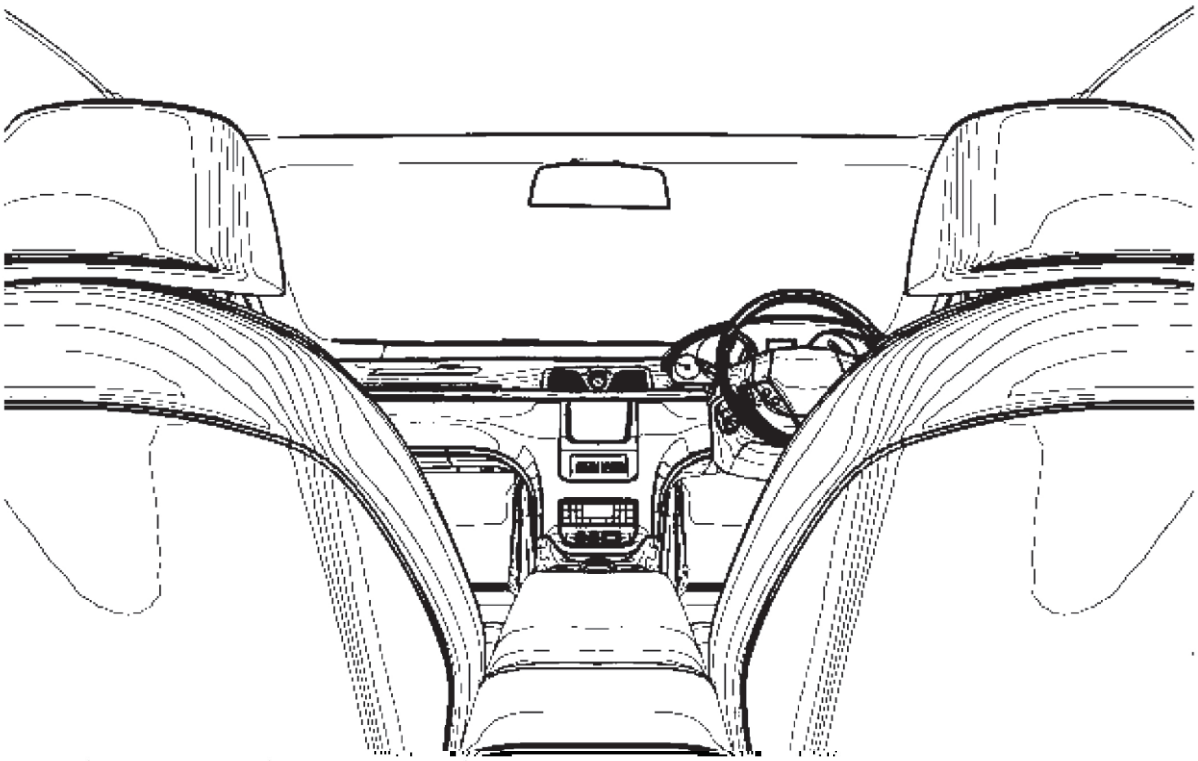

করে উঠে পড়লাম? কেন উঠলাম এত সকালে? ঠিক তখনই বেজে উঠলো দরজার কলিংবেল। দরজা খুলে দেখি আরে এই তো সেই আমার স্বপ্নে দেখার মন্ত্রী মশাই। উনি এসেছেন আমাকে নিতে।

রাজা মন্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়ার গাড়ি নয়, সোনা তৈরি রথ নয়, এমনকি যা ভাবছিলাম সেই রকম দূষণমুক্ত গাড়িও নয়, এ হলো তেলের গাড়ি। ভীষণ বিরক্ত লাগলো। দূষণ ছড়াচ্ছে। এমনটা আর হতে দেওয়া যাবে না। সামনে বেশ কিছু লোক। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। এদের সঙ্গেই বোধহয় স্বপ্নে কথা বলছিলাম। নানান সমস্যার সমাধান করছিলাম। মানচিত্রে হাত রেখে ওরা বলছিল...

ঘোর কাটতে দেখলাম আমার রথ থুরি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনে লোকগুলো কি যেন বলছে। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। উল্টো দিকের ফুটপাতে দেখি প্রচুর মহিলা। জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা?

কিন্তু কই? আমার মন্ত্রী মশাই কই? তাকে তো দেখছি না। হঠাৎ একজন এসে আমাকে বললে, ফেরত চলে যান। ফেরত চলে যান। তার কথায় আমার যেন কিরম ভয় হল। মন বলল ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো বাপু। গাড়িতে উঠে মনে হল, সেই মন্ত্রী মশাই কোথায়? যিনি আমাকে রাজা করতে চলেছিলেন?

হঠাৎ বেজে উঠলো মোবাইল ফোন। মন্ত্রী মশাইয়ের ফোন। দাদা আমাকে মোড় থেকে তুলে নেবেন। আমার কানের গোড়ায়...

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন্ত্রী মশাই কে তুলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু স্বপ্নটা শেষ হওয়ার পর বাস্তবেও যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবটা যে স্বপ্নের মত অতটা মধুর নয় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

Khandana Bhava Bandhana

Pradipta Paul

For those who are not associated with Ramkrishna Mission, the above words may not ring a bell in their ears. Those are the starting few words of the evening prayer song which is sung at every Ramkrishna Mission or Math worldwide. The song was composed by Swami Vivekananda, praising is Guru and Mentor Sri Ramkrishna.

The topic of this article is 'Khandana Bhava Bandhana' as once can rightly ascertain. If somebody uses Google translator to the meaning of these words, the tool might throw up something like "break the bonds" or even "break the worldly bondage". So what? What do we understand by breaking the worldly bondage. If we remember the poetic quotes from the famous Bengali poet Michael Madhusudan Dutta "Jon mile Morite Hobe, Amar Ke Kotha Kobe",

it is quite inevitable that for one who is born, one day will transcend life and leave the mother earth. But the million-dollar question which arises in the

mind of the True Seeker, when will I truly break the worldly bondage. When will I realize the essence of 'Khandana Bhava Bandhana'.

It is mentioned in the scriptures and in the Bhagwat Gita that the highest knowledge attained by Man is the knowledge of the Self. Who am I. Why was I born in the first place. What is the purpose of this life. Was I ever born prior to this life. Will I be born again. And so on. An ordinary man's consciousness dwells only in the body consciousness. As man slowly raises his consciousness from the current plane to a higher one, the secrets of the universe, the cosmos, gets revealed to him. He slowly understands the reality behind every object, the truth behind each motion, the drama underlying all relations he is entangled. He tries to understand his true role in the play.

During our school days, we all have studied physics. When I ask somebody, 'what is the one law of physics' which you can recall. "Newton's Third Law". To every action there is an equal and opposite reaction. There is where science and spirituality merge and becomes one. Let me give an example for better clarity. A child thrives hard all throughout his childhood and teen and lands-up into a high-flying job and career. His success fetches him extraordinary material prosperity. Simultaneously his desires also spike up. He is not contended by this current situation but wants more. The universe reciprocates as per the cause and action. If the balance sheet remains unbalanced at the frag end of his life, the cycle continues.

The desire for fame, prosperity, material success or even love make man go into a never-ending loop. Neither he can seek answers to the questions, nor he understands the sole purpose of his existence. In contrary when he slowly starts his inward journey and emerges into the higher state of consciousness by the grace of GOD, he gets detached from all the earthly desires. He understands the truth behind all names and forms. The bonds of love hatred get severed and man starts feeling the freedom for which he was longing for ever. He understands the reality behind all relationships. He understands his own true nature. He was always free and was never bound or chained. He breaks the mental barriers and illusions and sets himself eternally free.

With Best Wishes From :

D. K. MEDICAL AGENCIES

With best compliments from :

GREENTECH SUNSHINE

With Best Wishes From :

Nikatanee

With Best Wishes From :

Pramod Shaw
Founder
Mob.: 79084 08217

PRIME SOURCE
The Complete Green Building Solution

এ এল ব্লকের নবনির্মিত ভবন প্রাঙ্গণে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ও বাকদেবীর আরাধনা।

বনভোজনের
আনন্দ
উৎসব

With Best
Wishes From :

HARSH ROAD CARGO PVT. LTD

Fleet Owners

&

Transport Contractors

Umesh Pandey
Director
M:9310810717

Regd. Off. :
10, Tarachand Dutta Street, Kolkata-73
Plione: 033 4068 3097
e-mail: hrcplho@gmail.com

FULL TRUCK LOAD ACCEPTED FOR ALL OVER INDIA

With Best
Wishes From :

Jai Mata Di

YADAV ROADWAYS

S. N. Yadav
Mob.: 9062533151
7439200175

Office:
18/1, M.D. Road, 3rd Floor,
Kolkata 7OOOO7

Fleet Owner, Lorry & Trailar Supplier & commission Agent